রমজানে মসজিদে নববিতে প্রায় ৯০ লাখ ইফতারির প্রস্তুতি
সারে-জমিন

লালগোলায় চলল গুলি, জখম গ্রামীণ পুলিশ
রূপসী বাংলা

তাইওয়ান নিয়ে চিনকে বাগে রাখতে কতটা সক্ষম আমেরিকা
সম্পাদকীয়

গ্রামের ছেলে ডাক্তার, তাই মানুষের পাশে
সাধারণ

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে জিততে পারল না ভারতীয় দল
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২৭ মাঘ ১৪৩০
৩০ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 41 ■ Daily APONZONE ■ 12 February 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

জমিয়ত ও জামায়াতের প্রতিনিধি দল উত্তরাখণ্ডে

আপনজন ডেস্ক: জমিয়ত উলেমা হিন্দ এবং জামাত-ই-ইসলামী হিন্দের একটি যৌথ প্রতিনিধি দল রবিবার উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানি পৌঁছে এসডিএম পরিতোষ ভার্মা, সিটি ম্যাজিস্ট্রেট রিচা সিং, স্থানীয় থানার ইনচার্জ নীরজ ভাকুনি এবং হলদওয়ানির বনভোলপুরায় মসজিদ ও মাদ্রাসা ধ্বংসের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এদিকে পুলিশ প্রশাসনের বর্বরতা ও প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জমিয়ত উলামা হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখে পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এদিনের প্রতিনিধি দলে ছিলেনজমিয়তে উলামা হিন্দের মহাসচিব মাওলানা হাকীমুদ্দিন কাসমী, নায়েবে আমির জামায়াতে ইসলামী হিন্দ মালিক মুতাসিম, নায়েবে আমির জামায়াতে ইসলামী হিন্দ শফী মাদানী, মাওলানা গায়ুর আহমদ কাসমী সিনিয়র সংগঠক জমিয়তে উলামা হিন্দ, মাওলানা শফিকুল ইসলাম প্রমুখ। -কাসিমি মালিগানউই সিনিয়র সংগঠক জমিয়ত উলেমা হিন্দ।ভারত, লায়েক আহমদ খান সহকারী

সেক্রেটারি জামায়াত-ই-ইসলামী হিন্দ, সৈয়দ সাজিদ জামায়াতে ইসলামী হিন্দ। পর্যালোচনার পরে, প্রতিনিধি দল বলেছে, হলদওয়ানির বর্তমান পরিস্থিতি প্রশাসনের তাড়াহুড়ার ফল। বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় প্রশাসন বুলডোজার অভিযান পরিচালনায় তৎপরতা দেখিয়েছে। তারা প্রশ্ন তুলেছে যে প্রটোকল অনুসরণ না করে শুট-অ্যাট-সাইট অর্ডার দেওয়ায় এতগুলি প্রাণ হারিয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিডিও ফুটেজে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে হালদোয়ানিতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রতিনিধি দল স্পষ্টভাবে বলেছে, তল্লাশি অভিযানের মাধ্যমে নিরপরাধ লোকদের গণগ্রেফতার করা, মুসলিম সংখ্যালঘু পাড়ায় নারী ও শিশুদের ভয় দেখানো এবং প্রতিহিংসামূলক হত্যাকাণ্ড বন্ধ না করা খুবই অন্যায় পদক্ষেপ হবে।

রাজ্যসভায় তৃণমূলের চার প্রার্থীর মধ্যে ফের নাদিমুল

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যসভায় সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ-সহ আরও তিনজনকে প্রার্থী করল তৃণমূল কংগ্রেস। এপ্রিলে বাংলার পাঁচটি আসনের পাশাপাশি বাকি ৫১টি আসনে নির্বাচন হবে। বাংলা থেকে ষষ্ঠ মনোনয়ন না পেলে পাঁচজনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন। এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল বলে, “আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে সাগরিকা ঘোষ, সুস্মিতা দেব, মহম্মদ নাদিমুল হক এবং মমতাবালা ঠাকুরকে প্রার্থী করা হচ্ছে। আমরা তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তারা তৃণমূলের অদম্য চেতনার স্থায়ী উত্তরাধিকার এবং প্রতিটি ভারতীয়ের অধিকারের পক্ষে কাজ করুক। তৃণমূলের এই ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিজেপির তরফে ঘোষণা করা হয়, বঙ্গ কংগ্রেসের মুখ্য মুখপাত্র তথা বসিরহাট (দক্ষিণ) বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্যকে বাংলা থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করা হবে। তিনি বলেন, সাগরিকা একজন পরিচিত মুখ, যা জাতীয় স্তরে পরিচিত। রাজ্যসভায় আমাদের প্রতিনিধিদের বৈচিত্র্য আরও বাড়িয়ে তৃণমূলের এক সাংসদ বলেন, আমাদের দল উচ্চকক্ষে সর্বকনিষ্ঠ দল হবে, যেখানে ৭০

বছরের বেশি বয়সের ১৩ জনের মধ্যে মাত্র তিনজন থাকবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চারজন, ৪০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব।

এই তালিকার ফলে বাংলার কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ অভিষেক মনু সিংভির ভাগ্য নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটল, যিনি রাজস্থানে স্থানান্তরিত হয়ে সেখান থেকে মনোনয়ন পেতে পারেন।

একমাত্র চমকপ্রদ বাছাই ছিলেন রোডস স্কলার, প্রাক্তন প্রাইম টাইম অ্যাঙ্কর এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ইন্দিরা গান্ধীর জীবনীকার ঘোষ, যার শো থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ১২ বছর আগে প্রেসিডেন্সির এক ছাত্রী এবং অন্যান্যদের “মাওবাদী এবং সিপিএম ক্যাডার” হিসাবে চিহ্নিত করে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁর কয়েকজন মন্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য। পরে মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি লিখে কেন তাঁকে মাওবাদী বলা যায় না, তার ব্যাখ্যা দেন ওই ছাত্রী।

যে প্রশ্নটি মমতাকে বিচলিত করেছিল তা হ’ল মদন মিত্র এবং আরাবুল ইসলামের মতো দলের নেতারা, “যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের আরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত কিনা। ২০১৮ সালের ১৩ মার্চ একটি বিদ্বেষপূর্ণ টুইটের জবাবে ঘোষ লেখেন, ‘হাহা! আমি কোনও রাজনৈতিক দলের আরএস টিকিট বা পিএস টিকিট বা সিএস টিকিট কখনই গ্রহণ করব না, স্যার। সেটা আমি লিখিতভাবে দিতে পারি এবং আপনারা এই টুইটটি সেভ করে রাখতে পারে। টুইটটি এক হাজারেরও বেশি লাইক পেয়েছে এবং ১০২ জন ব্যবহারকারী টুইটটি বুকমার্ক বা সংরক্ষণ করেছেন, যেমনটি ঘোষ চেয়েছিলেন। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত দিলীপ ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর মনোনয়ন নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি নরেন্দ্র মোদী সরকার এবং দক্ষিণপন্থী “হেট কাল্ট” এর কড়া সমালোচক ছিলেন। তৃণমূলের কেউই বলতে পারেননি, কীভাবে দিলীপ ঘোষ রাজি হলেন, বা আদৌ কোনও রাজি করানোর প্রয়োজন ছিল কি না, মনোনয়নে রাজি হলেন।

স্ত্রী-কন্যার সামনে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করা হল এবার মহারাষ্ট্রে

আপনজন ডেস্ক: ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করে মহারাষ্ট্রের এক ব্যক্তিকে মারধর করল একদল জনতা। মুম্বইয়ের ৩৭ বছর বয়সিএক ব্যক্তি রবিবার অভিযোগ করেছেন যে জানুয়ারিতে ট্রেনে ভ্রমণের সময় তার পরিবারকে হয়রানি করা হয়েছিল এবং তাকে “জয় শ্রীরাম” বলতে বাধ্য করেছিল। তা নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার কয়েকদিন পরে ডানপন্থী কর্মীরা তাকে মারধর করেছিল।

২৪ জানুয়ারি আসিফ শেখকে মারধরের ২৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা আসিফ শেখকে মারধর করছে এবং তাকে বাধ্য করা হচ্ছে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে। শিশুকোলে এক মহিলাকে আসিফকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেও দেখা যায়।

পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে আসিফ শেখ জানিয়েছেন, ১৯ জানুয়ারি তিনি যখন স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে কঙ্কাভলি গ্রাম থেকে মুম্বই ফিরছিলেন, তখন ওই একই কামরায় ৩০ থেকে ৪০ জন পড়ুয়া অন্য যাত্রীদের ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বলছিলেন। শেখ জানান, তিনি একই দিন পানভেল রেলওয়ে স্টেশনে এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের

করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমার স্ত্রী বোরকা পরা ছিল। দলটি আমাদের কাছে এসে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বলে। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করলাম কেন তারা আমাদের জোর করছে, যার ফলে তর্ক হয়েছিল।

গ্রুপের একজন সদস্য পরে আমার মেয়ের দিকে এক কাপ গরম চা ছুড়ে মারে, যার পরে আমি অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিই। তিনি বলেন, পুলিশ প্রথমে সহযোগিতা করলেও পরে আমার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। আমি পীড়াপীড়ি করার পর তারা অভিযোগ দায়ের করে। শেখ বলেছিলেন যে কনকাভলি পুলিশ তাকে তার বাড়িতে এসকর্ট করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন, তিনি যখন তার বাড়িতে পৌঁছান, তখন ১৫ থেকে ২০ জন আমার মাথার পেছনে লাঠি দিয়ে আঘাত করে।এমনকি আমার স্ত্রীকেও গণপিটুনি দেয়। যারা আমাকে মারধর করেছিল তাদের এখনও ধরতে পারেনি।

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

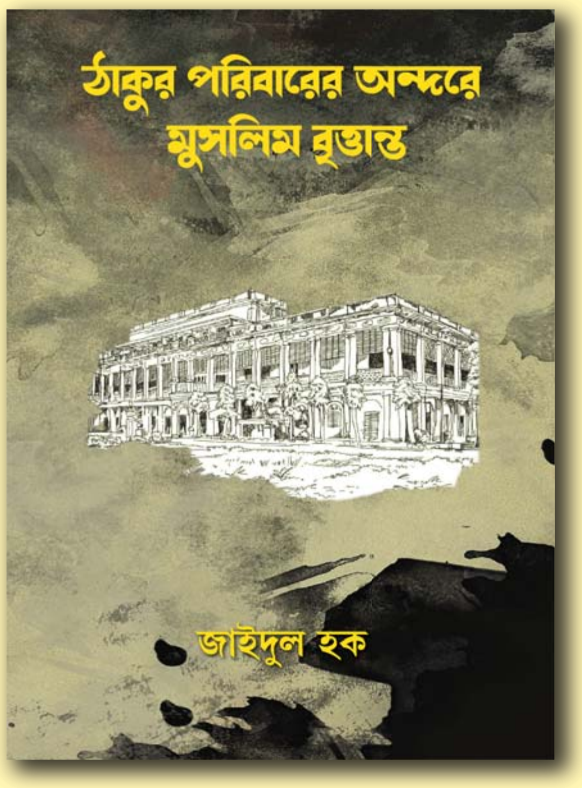

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর–পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্যাণ্ড ফকিরের জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

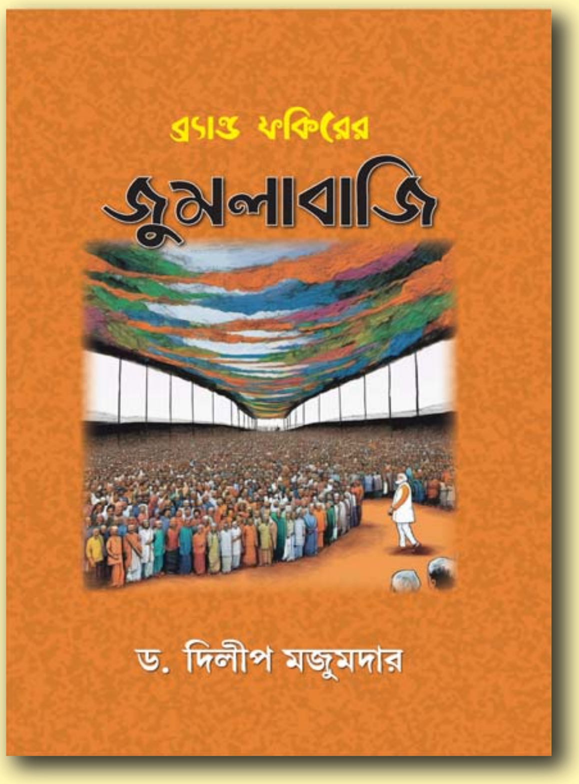

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

প্রবেশিকা পরীক্ষা
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান ও কলা)

সেহারাবাজার রহমানিয়া আল আমীন মিশন
মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(বালক বিভাগ)
শিক্ষাবর্ষঃ ২০২৪-২৫

ভর্তি পরীক্ষা
ইং ৩রা মার্চ, ২০২৪ রবিবার
বেলা ১২:০০টা হইতে

ফর্ম বিতরণ ও পরীক্ষাকেন্দ্র
সেহারাবাজার রহমানিয়া আল আমীন মিশন
মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং শুরু হচ্ছে যা সকল জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত।

বিঃদ্রঃ- ২০২১-র সর্বভারতীয় NEET ও JEE পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে মিশনের ৬ জন ছাত্র ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

২০২৩- এর উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী	স্টার মার্কস	প্রথম বিভাগ
৩৩	০৭	২৫

যোগাযোগঃ 9475354307 / 9434251617 / 9093799737 / 9933655799

প্রথম নজর

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে কর্মশালা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের বিশেষ কর্মশালা 'লিখব আমিও'। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া ভবনে আয়োজিত এদিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আধিকারিক তনুময় সরকার, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র সহ আরো অনেকে। মূলত লেখা শেখার কৌশলের ওপর ভিত্তি করেই এদিনের এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পুরো বিষয়টি প্রজেক্টরের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করেন জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক সানি মিশ্র। জানা গিয়েছে, এদিনের এই কর্মশালায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দশটি কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় এর পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে।
এবিষয়ে জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আধিকারিক তনুময় সরকার জানান, 'আমাদের জেলার সাহিত্য চর্চার সাথে যারা যুক্ত, তাদেরকে এই ধরনের কাজে আরও বেশি করে যুক্ত করবার জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। মূলত লেখা শেখার কৌশল এর বিষয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। লেখালেখির চর্চার বিষয়টি যাতে সারা বছর ধরেই আমরা চালাতে পারি সেই জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।'

সরস্বতী পূজা, পরীক্ষা নিয়ে থানায় মিটিং

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য শেষ হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এরপর অনুষ্ঠিত হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেইসাথে রয়েছে সরস্বতী পূজা। এই দুই কর্মসূচিতে যেন কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তথা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই উপলক্ষে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং লোকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় থানার সভাকক্ষে শান্তি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এদিন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার ওসি পার্থ ঘোষ, এএসআই প্রশান্ত রায়, স্থানীয় আইনজীবী সুনীল কুমার সাহা,শিক্ষক সেখ জুলফিকার আলী, সমাজসেবী শঙ্কর গড়াই, সিদ্দিক খান, সুকুমার নন্দী, দেবদাস নন্দী প্রমুখ।

বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে বন দফতরের জমি দখলের অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক বাঁকুড়া

আপনজন: নিজস্ব প্রতিনিধি , বাঁকুড়া : খবর সম্প্রচারের পরেও বনদপ্তরের জায়গা দখলের চেষ্টা বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে, বাজেয়াপ্ত করা হল জেসিবি । গত ২০২৩ সালে ২০ ডিসেম্বর বিষ্ণুপুরের চৌকান সংলগ্ন এলাকায় বনদপ্তরের জায়গায় স্থানীয় বিট অফিসারের মদেতে জঙ্গলে বহু মূল্যবান গাছ কেটে অবৈধভাবে রাস্তা নির্মাণ করার অভিযোগ একটি বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে, বনদপ্তরের অফিসার কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা উঠেছিল চোর চোর স্লোগান । আমাদের খবর সম্প্রচারের পর ওই বিট অফিসারকে শোকজ করেছিল বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগ, বনদপ্তরের পক্ষ থেকেও স্কুলকে নোটিশ দেওয়ার কথা বলেছিলেন বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগের ডিএফও। অভিযোগ ছিল ওই বেসরকারি স্কুলের খেলার মাঠে যাওয়ার জন্য রাস্তার প্রয়োজন বনদপ্তরের জায়গার উপর দিয়ে যে কারণেই তারা বহু মূল্যের গাছ কেটেছিল।
এই ঘটনা দুমাস পেরিয়ে যাওয়ার পর আজ আবার ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই একই জায়গায় কাটা গাছের গোড়া উপরে ফেলছিল জেসিবি দিয়ে । ঘটনা নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের পুনরায় তারা প্রতিবাদ করতে শুরু করে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তরের আধিকারিকরা এই ঘটনায় শোকজ হওয়া বিট অফিসার সেখানে গিয়ে জেসিবি সিজ করে।
তবে যে স্থানীয়বাসীরা ওই অফিসারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল তারা এবার বনদপ্তরের এই কর্মকান্ডে ব্যাপক খুশি। সমগ্র ঘটনায় কুল কর্তৃপক্ষ মুখ খুলতে রাজি হননি।

মতুয়া মন পেতেই কি রাজ্যসভায় তৃণমূল প্রার্থী মমতা, জল্পনা

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: ২০১৯ সালের লোকসভা থেকেই মতুয়া ভূমি কার্যত বিজেপির দখলে। আর সেই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রটি আগামী লোকসভা ভোটে পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল । কার্যত মতুয়া মন পেতে এবার লোকসভা ভোটের আগেই আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী মতুয়া সঙ্ঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুরের নাম । মমতাবালা ঠাকুর সহ চারজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ার এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হয় । তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন মমতাবালা ঠাকুর, সুস্মিতা দেব, মহম্মদ নাদিমুল হক এবং সাগরিকা ঘোষ । চারজনের মধ্যে তিনজনই মহিলা ও একজন সংখ্যালঘু মুখ । ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মমতার ক্ষমতায় আসার নেপথ্যে মতুয়া ফ্যাক্টর বিস্তর কাজ করেছিল । কিন্তু, ধীরে ধীরে সেখানে গেরুয়া আধিপত্য বাড়তে থাকে । বর্তমানে বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সার্বিক প্রেক্ষাপটে মমতাবালা ঠাকুরকে প্রার্থী করা তৃণমূলের অন্যতম 'মাস্ট্রারস্ট্রোক' বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ । দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতাবালা ঠাকুরের নাম ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকেই । ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁর তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী মমতা বালা ঠাকুরকে ফের টিকিট দেওয়ার এই পদক্ষেপ তৃণমূলের মতুয়া ভোট ঘরে ফেরানোর চেষ্টা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । উল্লেখ্য আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৫ রাজ্যের মোট ৫৬টি রাজ্যসভা আসনে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন । তার মধ্যে রয়েছে বাংলার পাঁচ আসন । পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে রাজ্যসভার নির্বাচন হবে । প্রসঙ্গত আগামী ২ এপ্রিল রাজ্যসভায় কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তৃণমূল সাংসদ আবিররঞ্জন বিশ্বাস, শুভাশিস চক্রবর্তী, নাদিমুল হক ও শান্তনু সেনের । এই আসনগুলিতে প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল । চারজনের মধ্যে থাকছেন শুধু নাদিমুল হক । তিনজনের পরিবর্তে আনা হয়েছে তিন মহিলা মুখ মমতাবালা ঠাকুর, সুস্মিতা দেব, সাগরিকা ঘোষ।

বহরমপুরে হজ প্রশিক্ষণ শিবির

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির উদ্যোগে হজ প্রশিক্ষণ শিবির । রবিবার সময় ১১টায় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর রবীন্দ্র সদন হলে এই হজ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। ৫৫০ জন অধিক হাজি এই; প্রশিক্ষণে অংশ নেন। হাজিদের হজে যাওয়া আসা মক্কা মদিনায় থাকা খাওয়া সহ বিস্তারিত বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন হজ কমিটির আধিকারিক সৈয়দ নাইয়ার ইকবাল হাসমি পশ্চিম বঙ্গ হজ কমিটি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান, নিজামুদ্দিন বিশ্বাস। হজ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১দিনের আলোচনা কর হয়।
মুর্শিদাবাদ জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর আধিকারিক রেনুকা খাতুন জানান আজ বহরমপুর সদর শহর রবীন্দ্র সদনে প্রতিবারের ন্যায় এবারও হজ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে আগামীকাল রঘুনাথগঞ্জ হজ প্রশিক্ষণ চলবে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ যাত্রীরা এনামুল হক , মহা: মোশারফ হোসেন ,সাগর দীঘি বাজলুল মান্নান, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে খুশি।

রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের চাঁচল ১ ব্লকের পাকুরতলা এলাকায়। ত্রিশ মিনিট পর বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন বাসিন্দারা। দাবি না মানা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী।সঠিকভাবে কাজ করার আশ্বাস দিয়েছে পূর্ত দফতর।
মূলত,মালদহের চাঁচল আশাপুর রাজ্য সড়ক ওই রুটটি যোগাযোগের অন্যতম ভরসা চাঁচল,হরিশ্চন্দ্রপুর ও মালতীপুর বিধানসভার লক্ষাধিক পরিবারের।এই রুট দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যাওয়া যায়।
নিয়মিতভাবে সরকারি বাস, বেসরকারি যাত্রীবাহি (ছোট) পরিবহণ সহ পণ্যবাহী লরি ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে।এককথায় ওই রুটি এই এলাকার উত্তরবঙ্গের প্রবেশ পথ।দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় ছিল। প্রায় ১২ কিমি রাস্তার বিভিন্ন অংশে খনাখন্দ তৈরি হয়। এলাকাবাসীর সুবিধার্থে সম্প্রতি রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার।
গত ৩১ শে জানুয়ারি মালদহে প্রশাসনিক সভাতে সেই রাস্তার শিলান্যাসও করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্ধোপাধ্যায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল ও খরবা ভায়া চূড়ামন ঘাট পর্যন্ত ১১.৫০ কিমির রাস্তার বিভিন্ন এলাকায় প্রশস্তিকরণ ও দৃঢ়ীকরণের কাজ শুরু হয়েছে।বরাদ্দ হয়েছে ১৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।
অভিযোগ,সিডিউল না মেনেই সড়ক সম্প্রসারণের কাজ করা হচ্ছে। পুরনো পিচের আস্তরণ দুই ধারে না ফেলে সেগুলি রাস্তার কাঝে ব্যবহার করা হচ্ছে।সেই পিচ যুক্ত পুরণো আস্তরণ প্লান্টে নিয়ে গিয়ে বালি ও মাটি সংমিশ্রন করে পুণরায় রাস্তায় দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।এমনকি সঠিকভাবে রোলার না করেই নিম্নমানের পাথর দিয়ে গর্ত ভরে দেওয়ার কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।
বিক্ষোভকারী বিশাল দাস বলেন,রাস্তার পুরণো ছাট অংশ ব্যবহার করে কাজ করা হচ্ছে। ঠিকাদার সংস্থার কাছে সিডিউল দেখতে চাওয়া হলেও এড়িয়ে চলেন। নিম্নমানের কাজ করে মুনাফা হাসিল করছে তাই মুখ খুলতে চাইছে না বলে সন্দেহ করছি।
আরেক বিক্ষোভকারী মুশারফ হোসেন বলেন,এইভাবে দায়াসারাভাবে রাস্তার কাজ মেনে নেওয়া যায়না। তাই আমরা পূর্ত দফতরেও অভিযোগ জানিয়েছি।
চাঁচল মহকুমা পূর্ত দফতরে অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কুশান শিকদার এলাকাবাসীর অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসেছেন।তিনি বলেন,ঠিকাদার সংস্থা রাস্তার পুরণো অংশ দিয়েই কাজ করেছেন।দফতরের তরফে ওই ঠিকাদারকে শোকজ করা হয়েছে। নতুন করে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী কাজী তোজম্মল হোসেন স্মৃতি সংগ্রহশালার উদ্বোধন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষের বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন কাজী তোজম্মল হোসেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদরে ইংরেজদের বিরোধিতা নেমেছিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ে বিডিআর রেল পথ যেটা বর্তমান বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম অবধি রেলপথে বিস্তার আছে এইখানে তিনি সংগঠিত করেছিলেন বিশাল গণ আন্দোলন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ইংরেজদের তৈরি রেলপথ যেটা ভারতীয়দেরকে দমন করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সেই রেলপথ তিনি রাখবেন না। তার নেতৃত্বে ইংরেজদের তৈরি রেলপথ উপড়ে ফেলেছিলেন। ইংরেজ পুলিশের লাঠির আঘাতে ভয়ানক ভাবে আহত হন। এছাড়া বহু সামাজিক কাজে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে দেশ স্বাধীন হওয়ার এক মাস আগে তিনি পরলোক গমন করেন। এই মহান মানুষটিকে ভুলে গেছে খন্ডঘোষ, ভুলে গেছে পূর্ব বর্ধমান তথা রাজ্য ।তার পরিবারের লোক তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে খণ্ডঘোষের খাটিকা গ্রামে গড়ে তুললেন স্বাধীনতা সংগ্রামী তোজম্মল হোসেন স্মৃতি সংগ্রহশালা। সেই উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক ডক্টর জাহির আব্বাস। অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রমজান আলি, অধ্যাপক আসাদ, মোহাম্মদ আমিন ,মাসুদ কারিম ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোল্লা শফিকুল ইসলাম, অনুষ্ঠানটা সঞ্চালনা করেন সুফি রফিকুল ইসলাম ও মাসুদ করিম। বিভিন্ন বক্তা স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিভিন্ন দিকপাত আলোচনা করেন। একটা স্বাধীনতা সংগ্রামী ইতিহাসের পাতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে সেই ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবন করার জন্যই তার পৌত্র কাজী ফজলে বারি, কন্যা আজিমা খাতুন হেনা ,ছোট পুত্রবধূ রওশনারা বেগম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রহশালা জেলা, রাজ্য তথা দেশ-বিদেশ থেকে বহু মানুষ দেখতে আসবেন এমনভাবে বানানো হয়েছে। সংগ্রামী কাজী তোজাম্মল হোসেন তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ায় তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন লিখেছিলেন" প্রিয়ে মরেও তুমি মর নাইকো আছো তুমি মোর অন্তরে।
তোমার স্মৃতি ভুলবো নাকো রাখবো মনে যুগ যুগান্তরে " । এই স্মৃতি সংগ্রহশালার উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের আসর বসে ।এই অনুষ্ঠান ঘিরে গ্রামবাসী সহ অনুষ্ঠানে আগত মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

কুড়ি জোড়া দম্পতির গণ বিবাহ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: রবিবার ৮০ টা হাতের মিলন ঘটল জয়নগরে।একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে বিবাহের মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য জীবনের মেলবন্ধন ঘটালো রেহানা ফাউন্ডেশন নামে এক সংস্থা। রবিবার জয়নগর থানার বামুনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারিয়ার দুই বোনের হাট এলাকায় কুড়ি জোড়া দম্পতির গণ বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে গেল মুসলিম ধর্ম মেনে।জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনাথ ছেলে মেয়েদেরকে একত্রিত করে এই সংস্থা তাদের মুসলিম রীতি মেনে বিবাহ দেন।এবছর এই সংস্থা কুড়ি জোড়া দম্পতির চার হাত এক করে দিলেন বিবাহ বন্ধনের মধ্যে দিয়ে।পাশাপাশি তাঁরা একটি মেয়ের শশুরবাড়িতে গিয়ে নতুন সংসারিক জীবন তৈরিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, রান্নার সরঞ্জাম সহ একাধিক সামগ্রী তুলে দেন নব দম্পতিদের হাতে। রীতিমতো খুশি ও আনন্দিত কুড়ি জোড়া নব দম্পতি।

লালগোলায় চলল গুলি, জখম গ্রামীণ পুলিশ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বাইক কেনা বেচাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে দিনে-দুপুরে লালগোলায় চলল গুলি। বিবাদ থামাতে গিয়ে পিস্তলের আঘাতে গুরুতর জখম হয় এক গ্রামীণ পুলিশ। লালগোলা থানার মানিকচক অঞ্চলের কাহারপাড়া এলাকার এই ঘটনায় রবিবার দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। সূত্রের খবর, কাহারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক আবু সুফিয়ান মাস খানেক আগে কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা রমজান শেখের কাছ থেকে সাত মাসের পুরাতন একটি বাইক কেনে। রমজানকে নগদ ৪০ হাজার টাকা দেয় সুফিয়ান। বাকি টাকা পরবর্তীতে দেওয়ার কথা বলে সুফিয়ান। বাইক কিনে বাড়িতে রেখে সুফিয়ান যায় উড়িষ্যায় রাজমিস্ত্রির কাজে, কাজ থেকে ফিরে বাকি ১৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিলো রমজানকে। কিন্তু, রবিবার হঠাৎই সুফিয়ানের বাড়িতে দুই বন্ধুকে সাথে করে পিস্তল নিয়ে ঢুকে পড়ে রমজান। ঘরের মধ্যে সুফিয়ানের বোন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পড়াশোনা করছিল, সেসময় তার ঘরে ঢুকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দেয় রমজান। তৎক্ষণাৎ খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে গ্রামীণ পুলিশ তুহিন সেখ। রমজান সহ তার বন্ধুদের ধরতে গেলে ওই পুলিশ কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে তারা। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে অল্পের জন্য রক্ষা পান তুহিন সেখ। তখন তাকে ধরে তার মাথায় পিস্তল দিয়ে আঘাত করে রমজান ও তার বন্ধুরা। বেধড়ক মারধর করে ওই পুলিশকর্মীকে। তারপরেই বাইকে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় তারা। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় মানুষজন ওই পুলিশকর্মীকে উদ্ধার করে কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনায় সুফিয়ান সেখের পরিবার লালগোলা থানায় রমজান সহ তার দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে।

জাঙ্গালিয়া তৃণমূলের কর্মী সভায় বিধায়ক

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে জাঙ্গালিয়া অঞ্চলের বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার উপস্থিতে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪সালে লোকসভা নির্বাচন কে পাখির চোখ করে ,যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতকে আরো শক্তিশালী ও মজুত করা যায় তাহার উদ্দেশ্য জাঙ্গালিয়া অঞ্চলের প্রধানের নেতৃত্বে একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মী সভা বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন তিনি বলেন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হবে কেন? তিনি আরো জোর গলায় বলেন *ধর্ম নয় কর্ম চাই 'জাত নয় ভাত চাই*তিনি বারবার এই সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন । সামনে ২০২৪ লোকসভা সভা নির্বাচন ।এই নির্বাচন সভা কেন্দ্র করে নির্বাচন আগে দলকে শক্তিশালী ও মজবুত রণকৌশল ঠিক করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষথেকে কর্মী সভা ডাক দেওয়া হয়।
এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্বের প্রিয় বিধায়ক মাননীয় বিভাস সরদার,বিধানসভার সাংগঠনিক সভাপতি মাননীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি যুব সভাপতি রবিউল হক বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মণ্ডলও বনাণী গায়েন দাস,জয়নগর-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য,পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্য সদস্যা,জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান,উপ প্রধান,সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা,অঞ্চল সভাপতি নকুল চন্দ্র মণ্ডল,অঞ্চল যুব সভাপতি সঞ্জয় নস্কর,অঞ্চল মহিলা সভানেত্রী আসমীরা সরদার ,সমস্ত বুথের মাদার,যুব,মহিলা সভাপতিগন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাণীনগর থানার নতুন ওসিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অন্তর্গত রানীনগর থানার নবনিযুক্ত ওসি হলেন বিদ্যুৎ সরকার (এস আই) এতদিন তিনি রানীনগর থানার সেকেন্ড অফিসার হিসেবেই কর্মরত ছিলেন। এতদিন এই থানার ওসির দায়িত্ব ছিলেন ইন্সপেক্টর সৌমজিৎ মল্লিক তিনি পদোন্নতি পেয়ে ডোমকল সিআই হয়েছেন। তার জাগায় ওসি করা হয়েছে এস আই বিদ্যুৎ সরকার কে।ওসির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এলাকার মানুষ সংবর্ধনা জানাচ্ছেন।
তেমনি ভাবে রানীনগর টু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুদ্দুস আলী সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও কংগ্রেস নেতা নেত্রীরা ফুলের বুকি ও মিষ্টি মুখ দিয়ে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানায় ।

শ্বেতপুরে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন:রবিবাসরীয় সকালে দেগঙ্গা ব্লকের সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্বেতপুর ডায়মন্ড স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির,২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচি,চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে ৬২ জন রক্তদান করেন। ১৪ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর হাতে স্বচ্ছ ক্লিপবোর্ড,কলম,ছাতা,ফুল এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। ১১৭ জন চক্ষু পরীক্ষা করেন।স্বাস্থ্য শিবিরে ১৯০ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ৩২ জন দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।
এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার পৌর প্রধান নিমাই ঘোষ,স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি ওজিদুল হক সাহাজি, উপপ্রধান জলধর মন্ডল,দেবী ঘোষ,শুভঙ্কর ঘোষ,সঞ্জয় ঘোষ,শুভ্র ঘোষ সহ আরও অনেকে।

কলকাতায় কুরআনে হাফিজদের পাগড়ি প্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে শিক্ষা এবং চিন্তা এবং হাফেজে কোরআনদের পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন বাগদা শরীফের গউস পাকের আওলাদ আলী হামুল হারাবি হোসাইনী এবং বাসুবাটি দরবার শরীফের পীরজাদা সৈয়দা তাফহীমুল ইসলাম ও মুফতিয়ানে কেরাম ও মুফতি সাজ্জাদ হোসেন ও আবিদ হোসেন পরিচালনা করেন সাব্বির হোসেন মিসবাহী।

প্রথম নজর

রাফা আক্রমণের প্রস্তুতি ইসরাইলের, সীমান্তে মিসরের ৪০ ট্যাংক

আপনজন ডেস্ক: গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরাইল। সেখানে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য উত্তর-পূর্ব সিনাইয়ে ৪০টি ট্যাংক মোতায়েন করেছে দেশটি। সাথে সাঁজোয়া যানও রেখেছে কতেক।

রোববার (১১ ফেব্রুয়ারি) ইসরাইলভিত্তিক গণমাধ্যম টাইমস অফ ইসরাইলের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরাইল। তাই সীমান্তের মিসরীয়রা নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্ব সিনাইয়ে ৪০টি ট্যাংক মোতায়েন করা হয়। এছাড়া সাঁজোয়া যানও রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলমান ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে নানা স্থান থেকে ফিলিস্তিনিরা জড়ো হয় রাফা এলাকায়। সেখানে প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ জড়ো হয়েছে।

হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে নাইজেরীয় ব্যাংকের প্রধানসহ নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাংকের সহপ্রতিষ্ঠাতা তাঁর স্ত্রী-ছেলেসহ যুক্তরাষ্ট্রে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। রবিবার তাঁর কম্পানির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অ্যাকসেস হোল্ডিংস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় শুক্রবার হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে অ্যাকসেস ব্যাংক গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হার্বার্ট উইগওয়ে নিহত হয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ড. উইগওয়ে শুক্রবার (৯ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে মারা গেছেন।

পুরো অ্যাকসেস পরিবার হারবার্ট, ডোরিন ও চিজির মৃত্যুতে শোকাহত।'

অন্যদিকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় দুই ক্রু সদস্য এবং চার যাত্রী নিহত হয়েছেন।

এ ছাড়া নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ টিনুবু বলেছেন, নাইজেরিয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবিম্বোলা ওগুনবাঙ্গো নিহতদের মধ্যে ছিলেন। তিনি দুর্ঘটনাটিকে অবর্ণনীয় মর্মান্তিক বলে অভিহিত করেছেন।

তাঁর মুখপাত্র রবিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'উইগওয়ে ও ওগুনবাঙ্গোর পরিবার, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং এই দুঃখজনক দুর্ঘটনায় প্রভাবিত সবার প্রতি প্রেসিডেন্ট সমবেদনা জানিয়েছেন।'

মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) বলেছে, 'একটি ইউরোকপ্টার ইসি ১৩০ হেলিকপ্টার স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১০টার দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার নিপটনের কাছে বিধ্বস্ত হয়। এতে ছয়জন ছিলেন।' এ দুর্ঘটনার তদন্ত হবে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন সুরক্ষা বোর্ডের সদস্য মাইকেল গ্রাহাম শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, হেলিকপ্টারটি ক্যালিফোর্নিয়ার পাম স্প্রিংস থেকে নেভাদার বোল্ডার সিটির পথে রওনা হয়েছিল। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, উড্ডয়নের প্রায় ৯০ মিনিট পর হেলিকপ্টারটি বারস্টো শহরের প্রায় ১২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ক্যালিফোর্নিয়ার হ্যালোরান স্প্রিংসের কাছে বিধ্বস্ত হয়।

এদিকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের মহাপরিচালক এনগোজি ওকোনজো-ইওয়ালা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেছেন, 'হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় অ্যাকসেস ব্যাংকের গ্রুপ সিইও হার্বার্ট উইগওয়ে, তাঁর স্ত্রী ও ছেলের পাশাপাশি বিম্বো ওগুনবাঙ্গোর মৃত্যুর খবরে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত।'

ব্লুমবার্গের মতে, সম্পদের দিক থেকে অ্যাকসেস হলো নাইজেরিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাংক। উইগওয়ে এই ব্যাংকে ২০০২ সালে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হয়েছিলেন।

রমজানে মসজিদে নববিতে প্রায় ৯০ লাখ ইফতারির প্রস্তুতি

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবছরের মতো এবারও আসন্ন রমজান উপলক্ষে পবিত্র মসজিদে নববীতে ইফতারের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ বছর রমজানের প্রতিদিন পবিত্র এ মসজিদে প্রায় ৯০ লাখ ইফতারের খাবার পরিবেশন করা হবে। মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে এ উদ্যোগের কথা জানিয়েছে। গালফ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, পবিত্র মসজিদে এবারের রমজান মাসে ৮৫ লাখের বেশি ইফতার বিতরণ করা হবে। তা ছাড়া মুসল্লিদের মধ্যে ২৫ লাখের বেশি জমজম পানির বোতল দেওয়া হবে। এ জন্য পবিত্র এ মসজিদে ১৮ হাজার কনটেইনারভর্তি জমজম পানি জমা করা হবে।

খবরে আরো বলা হয়েছে, সম্প্রতি পবিত্র মসজিদে নববীর পরিচালনা পর্ষদ রমজান মাসের প্রস্তুতি শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এতে রমজান মাসে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসল্লির সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধির আশা প্রকাশ করা হয়।

মুসল্লিদের জন্য মসজিদের ভেতরে-বাইরে ও ছাদে এক শ কোটি ৩০ লাখ বর্গমিটারের বেশি পরিমাণ স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ছাড়া ইফতারের খাবার বিতরণ, নামাজের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও জীবাণুনিয়ন্ত্রণসহ পিক আওয়ারে ভিড় ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আগামী হজ মৌসুম শুরুর আগেই বিদেশ থেকে দুই কোটির বেশি মুসল্লি ওমরাহ পালন করবেন বলে আশা করছে সৌদি আরব। ২০২৩ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করেন, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। এর আগে গত বছরের জুলাইয়ে করোনা-পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মুসলিম হজ পালন করেন। এতে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫ জন অংশ নেন, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯১৫ জন বিদেশি হজযাত্রী ছিলেন। এদিকে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১ মার্চ হজের ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। এরপর ৯ মে থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে।

বাঁচার আকুতি জানানো শিশু হিন্দের দেহ ১২ দিন পর উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে পাওয়া গেল গাজা শহরে নিখোঁজ হওয়া ছয় বছর বয়সি হিন্দ রজবের খোঁজ। তবে জীবিত নয়, পাওয়া গেল তার নিথর দেহ। তার বেশ কয়েকজন আত্মীয় এবং দুজন প্যারামেডিক যারা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, তারাও ইসরায়েলি ট্যাংকের গুলির মুখে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত সোমবার সকালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী লোকজনকে শহরের পশ্চিমাঞ্চল খালি করে উপকূলীয় সড়ক ধরে দক্ষিণে সরে যেতে বলেছিল। খালি করার আদেশে সেদিন রজব তার চাচা, খালা এবং পাঁচ চাচাতো ভাইকে নিয়ে তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরিবারের বাকি সদস্যরা ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে মারা গেলেও গাজা শহরে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আটকে ছিল হিন্দ রজব। চাচার গাড়ির ভেতর আটকে থাকা হিন্দ অনবরত সাহায্য চাইছিল রেড ক্রিসেন্ট কর্মীদের কাছে। ফোন কলে তিন ঘন্টা থাকার পর ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির (পিআরসিএস) প্যারামেডিকরা শনিবার ওই এলাকায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। তারা দেখতে পায়, যে কালো কিয়া পিকান্টো গাড়ির ভেতর সাহায্য চাইছিল, এর উইন্ডস্ক্রিন এবং ড্যাশ বোর্ডটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বুলেটের গর্ত। একজন প্যারামেডিক সাংবাদিকদের বলেন, গাড়ির ভেতর পাওয়া ছয়টি মৃতদেহের মধ্যে হিন্দও রয়েছে, যার সবকটিতেই গুলি ও গোলাগুলির চিহ্ন দেখা গেছে।

এক বিবৃতিতে, পিআরসিএস ২৯ জানুয়ারি ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সাথে সাথে ইসরায়েলকে ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাম্বুলেন্সটিকে লক্ষ্যবস্তু করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। অ্যাম্বুলেন্সে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা হামলায় এর ক্রু ইউসুফ আল-জেইনো ও আহমেদ আল-মাধুন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

পিআরসিএসের মুখপাত্র নিবাল ফারসাখ বলেন, আমরা ইসরায়েলি বাহিনীর কাছ থেকে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর সবুজ সংকেত পেয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছানোর পরে ক্রুরা হিন্দ রজবের গাড়িটি খুঁজে পেয়েছেন বলে জানান। গাড়ির ভেতরে দেখা যাচ্ছিল হিন্দের দেহ।

কল অপারেটরদের সাথে হিন্দের কথোপকথনের রেকর্ডিং রেড ক্রিসেন্ট দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল, তার সাথে কী ঘটেছে তা খুঁজে বের করার জন্য।

হিন্দের মা উইসাম, গাজা ও এর জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সহযোগিতার জন্য বিশ্ব নেতাদের প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বিবিসিকে বলেন, কোথায় আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত? প্রেসিডেন্টরা তাদের চেয়ারে বসে আছেন কেন? উইসাম আরো বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যারা আমার কণ্ঠস্বর শুনেছেন এবং আমার মেয়ের মিনতি কণ্ঠস্বর শুনেছেন, তবুও তাকে উদ্ধার করতে পারেননি, বিচারের দিন আমি তাদের সৃষ্টিকর্তার সামনে প্রশ্ন করব। যে হাসপাতালে তিনি তার মেয়ের খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেখানে হিন্দের মা উইসাম এখনো তার জন্য রাখা ছোট্ট গোলাপি ব্যাগটি ধরে রেখেছেন। ব্যাগের ভেতরে একটি নোটবুক ছিল যেখানে হিন্দ তার হাতের লেখা অনুশীলন করত।

সেদিনের অভিযান এবং রজব সম্পর্কে ইসরায়েলি বাহিনীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তারা জানায় তারা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি।

প্রাপ্তবয়স্কদের সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করল মায়ানমার

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করেছে দেশটির জান্তা সরকার। সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন অংশে জাতিগত সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইয়ে চাপে পড়েছে সরকারি বাহিনী। এরই মধ্যে শনিবার এ ঘোষণা এলো।

মায়ানমারের রাষ্ট্র পরিচালিত গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী সব পুরুষ ও ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়সী সব নারীকে অবশ্যই সর্বোচ্চ দুই বছর সামরিক বাহিনীতে কাজ করতে হবে। আর চিকিৎসক ও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ যাদের বয়স ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে, তাদের অবশ্যই তিন বছর কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রের জরুরি অবস্থা বিবেচনায় এই সময়সীমা পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে।

২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মায়ানমারের শাসন ক্ষমতা দখল করে দেশটির সামরিক বাহিনী। এর পর থেকে দেশটিতে বিশৃঙ্খলা লেগেই আছে। গত বছরের অক্টোবর থেকে জাতিগত সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে মায়ানমারের সেনাবাহিনী। বিদ্রোহীদের পাশাপাশি গণতন্ত্রপন্থী যোদ্ধারাও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। এ সংঘাতে বহু ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে সেনাবাহিনী। বহু সেনাসদস্য প্রাণও হারিয়েছেন। অনেকে প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী দেশে সেনাসদস্যদের পালিয়ে যাওয়া এবং বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণের মতো ঘটনাও ঘটেছে।

১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসে মায়ানমারের সরকারি বাহিনী। এর পর থেকে এটিই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকরা বলেছেন, সরকারি বাহিনী নতুন করে সৈন্য নিয়োগ দিতে এক প্রকার চাপে পড়েছে। তারা যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই এমন সেনাদেরও সম্মুখ লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

জান্তার মুখপাত্র জ মিন তুন রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে বলেন, 'জাতির নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সৈন্যদের পাশাপাশি সব নাগরিকের মধ্যে দায়িত্ব ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই আমি সবাইকে বলতে চাই, তারা যেন গর্বের সঙ্গে জনগণের সামরিক পরিষেবা আইন অনুসরণ করে।'

বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগের এই আইনটি ২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয়নি। যারা এ আইন লঙ্ঘন করবে তাদের সর্বোচ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

যৌন নিপীড়নে জড়িত ব্যক্তিকে ক্ষমার জেরে হাঙ্গেরি প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট কাতালিন নোভাক পদত্যাগ করেছেন। দেশটিতে শিশু যৌন নিপীড়নে জড়িত এক ব্যক্তিকে ক্ষমার জেরে বিক্ষোভের মুখে তিনি পদত্যাগ করেন।

রোববার সিএনএনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শনিবার দেশটির জাতীয় টেলিভিশনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, আমি গত এপ্রিলে এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছিলাম। নিজের ভুল স্বীকার করে তিনি বলেন, আমি আমার পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট কাতালিনের পদত্যাগের দাবিতে ক্রমেই চাপ বাড়ছিল। গত শুক্রবার সন্ধ্যায়ও প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ পালিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে সাবেক বিচারমন্ত্রী জুডিভ ভার্গ জানান যে নোভাক আর তার পদে বহাল থাকছেন না। নোভাক হাঙ্গেরির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০২২ সালের মার্চে তিনি এ দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যদিও তার এ পদটি আলংকারিক পদ। তিনি এর আগে পারিবারিক নীতিবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি যাদের কষ্ট দিয়েছি এবং যেসব ভুক্তভোগীর মনে হয়েছে তোদের আমি সমর্থন করিনি তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি শিশুদের এবং তাদের পরিবারেরর সুরক্ষায় আছি, ছিলাম এবং থাকব। একটি শিশুসদনের সাবেক উপপরিচালককে ক্ষমা করায় এ বিতর্কের শুরু হয়। গেল বছরের এপ্রিলে পোপ ফ্রান্সিস বুদাপেস্ট সফরের সময় তাকে ক্ষমা করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর পরাজয় অসম্ভব: পুতিন

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনে অভিযানরত রুশ বাহিনীর পরাজয় অসম্ভব বলে মনে করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেন, ইউক্রেন আসলে একটি 'কৃত্রিম রাষ্ট্র' এবং সেখানে রুশ বাহিনীর জয় নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের কোনো 'বিভ্রান্তির মধ্যে' থাকা উচিত নয়।

চলতি ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ অভিযানের দুই বছর পূর্ণ হতে চলেছে। যুদ্ধের দুই বছর পূর্তিতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ট্যাকার কার্লসনকে বৃহস্পতিবার একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে মধ্যযুগ থেকে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কও তুলে ধরেছেন তিনি।

বস্তুত, ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন পুতিন।

ট্যাকার কার্লসনকে তিনি বলেন, 'রুশ বাহিনীর অভিযানের শুরু থেকে পশ্চিমা বিশ্ব নিয়মিত গুজব ছড়িয়েছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ বাহিনী কৌশলগত পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। কিন্তু এখন সম্ভবত পশ্চিমও অনুভব করতে পারছে যে, এতদিন তারা বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। আর আমার মতামত যদি জানতে চান, সেক্ষেত্রে আমি বলব– ইউক্রেনে রুশ বাহিনীকে পরাজিত করা অসম্ভব।'

সাক্ষাৎকারে পুতিন আরো বলেন, 'ইউক্রেন সেই প্রাচীন কাল থেকে রুশ ভূখণ্ডের অংশ ছিল। সতের শতক তেকে সেখানে পোল্যান্ডের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব বাড়তে এবং ইউক্রেনের জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মস্কোর অধীনে আসতে চাইলেও সে সময় মস্কো সায় দেয়নি। তার প্রধান কারণ ছিলো, তৎকালীন জারতন্ত্র পোল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চায়নি।' 'তবে এক সময় জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সাড়া দিয়ে ইউক্রেনকে নিজ ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয় মস্কো। সে সময় মস্কোর সিংহাসনের ছিলেন জারিনা (সম্রাজ্ঞী) ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট। ১৭৬২ সাল থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত মস্কোর সিংহাসনে ছিলেন তিনি।' 'পরে ১৯১৭ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লব হলো। তার তিন বছর পর ১৯২০ সালে পোল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হলো এবং ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নিলো পোল্যান্ড। আরও পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সেনারা পোল্যান্ড, রোমানিয়া ও হাঙ্গেরির দখলে থাকা ইউক্রেনের ভূখণ্ডগুলোর উদ্ধার করল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন নেতা স্টালিন ইউক্রেনকে 'সোভিয়েত' বা রাজ্যের মর্যাদা দেন।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৭ মি.

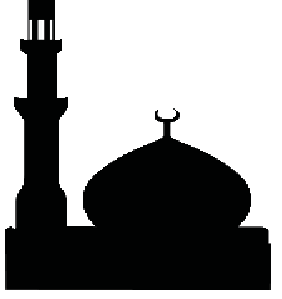

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৮	৬.১০
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৪	
মাগরিব	৫.৩৭	
এশা	৬.৪৮	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

জনগণের রায় মেনে নেয়ার আহ্বান মালালার

আপনজন ডেস্ক: গত ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর দুই দিন পেরিয়ে গেলেও ফলাফল নিয়ে নাটকীয়তা এখনো শেষ হচ্ছে না। এরই মধ্যে এই নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে দেশজুড়ে অস্থিরতার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে সারাদেশে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে ইমরান খানের দল পিটিআই। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত যে ফলাফল সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ইমরান খানের দল পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই স্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।

ইউরোপে বাড়াতে হবে অস্ত্র উৎপাদন: ন্যাটো মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: উক্রেনকে সহায়তা করতে এবং মস্কোর সঙ্গে 'সম্ভাব্য দশকব্যাপী লড়াই' ঠেকাতে ইউরোপকে অস্ত্র উৎপাদন বাড়াতে বললেন ন্যাটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ। জার্মান গণমাধ্যমে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ করতে এবং নিজেদের অস্ত্রের ঘাটতি মেটাতে আমাদের প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিতকে পুনর্গঠন ও সম্প্রসারিত করতে হবে। ন্যাটো মহাসচিব বলেন, শান্তিকালীন সময়ে ধীরে-সুস্থে অস্ত্র উৎপাদনের বদলে যুদ্ধকালীন সময়ের মতো উচ্চগতিতে অস্ত্র উৎপাদন করতে হবে।

রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সামরিক সহায়তার জন্য পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি ইউক্রেনের আকুতির মধ্যেই ন্যাটো মহাসচিব ইউরোপের প্রতি অস্ত্র উৎপাদন বাড়ানোর আহবান জানালেন।

ট্রাম্পের হুমকির নিন্দা ন্যাটোপ্রধান ও ইইউ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের

আপনজন ডেস্ক: 'নিরাপত্তাকে দুর্বল করে'—এমন আলোচনার বিরুদ্ধে রবিবার ন্যাটোপ্রধান জেনস স্টলটেনবার্গ সতর্ক করেছেন। ন্যাটোর যেসব সদস্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করেনি, তাদের আক্রমণে রাশিয়াকে উৎসাহিত করার বিষয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দেওয়ার পর এ সতর্কবার্তা এলো। স্টলটেনবার্গ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মিত্ররা একে অপরকে রক্ষা করবে না— এমন কোনো পরামর্শ যুক্তরাষ্ট্রসহ আমাদের সবার নিরাপত্তাকে ক্ষুন্ন করে।' ট্রাম্প শনিবার হুমকি দিয়েছিলেন, যদি তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় নির্বাচিত হন, তিনি ন্যাটোর সেসব সদস্যকে রক্ষা করবেন না, যারা তাদের আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি।

এ সময় তিনি তাদের আক্রমণ করতে রাশিয়াকে 'উৎসাহিত' করবেন বলেও হুমকি দেন।

সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিয়মিতভাবে উত্তর আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (ন্যাটো) মিত্রদের সমালোচনা করেছেন, জোটকে কম অর্থায়নের জন্য।

ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেলও ট্রাম্পের মন্তব্যকে 'বেপরোয়া' বলে নিন্দা করেছেন। তিনি এক্সে বলেছেন, 'ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক অ্যালায়েন্স ৭৫ বছর ধরে মার্কিন, কানাডীয় এবং ইউরোপীয়দের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তি ধরে রেখেছে।'

ন্যাটোর চুক্তি অনুসারে, যদি জোটের একটি দেশ সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হয়, তবে জোটের প্রতিটি সদস্যকে অবশ্যই পুরো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

সোমালিয়ায় হামলায় তিন আমিরাতি ও এক বাহরাইনি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: সোমালিয়ায় জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলায় তিন আমিরাতি সেনা ও বাহরাইনের এক সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আলজাজিরা রবিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) কর্তৃপক্ষ রবিবার জানিয়েছে, আল-কায়েদা সংযুক্ত সশস্ত্র গোষ্ঠী আল-শাবাব সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি সামরিক ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ মিশনে হামলার দায় স্বীকার করেছে।

আলজাজিরা বলেছে, জেনারেল গর্ডন সামরিক ঘাঁটিতে শনিবার সেনাদের লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয়।

হামলা ও হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি।

সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মোহামুদ সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে' তার তিন সেনা এবং একজন বাহরাইনি সেনার মৃত্যুর ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া এতে আরো দুজন আহত হয়েছে বলেও তারা জানিয়েছে।

এ ছাড়া আমিরাতের একজন জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক আনোয়ার গারগাশ নিহতদের প্রতি সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'কোনো বিশ্বাসঘাতক কাজ আমাদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার বার্তা অব্যাহত রাখতে এবং উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধা দেবে না।'

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২৭ মাঘ ১৪৩০, ৩০ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

নির্বাচন

নির্বাচন হইল গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার এবং জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম নিয়ামক। অন্যভাবে বলা যায়, নির্বাচন জনগণের একটি পবিত্র অধিকার, ইহাকে অবহেলা করা মানে গণতন্ত্রকেই অবহেলা করা। এই অর্থে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কর্তব্যের অংশ। কেবল নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটার নহেন, রাজনৈতিক দলগুলিরও নির্বাচনে অবতীর্ণ হইবার দায় ও দায়িত্ব রহিয়াছে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে নির্বাচনি প্রতিযোগিতাকে নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করিবার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধ মুখ্য বিষয় হিসাবে ধর্তব্য।

সদ্যসমাপ্ত পাকিস্তনের ১৬তম জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের (ইসিপি) উপর পক্ষপাতমূলক আচরণের বিস্তর অভিযোগ উঠিয়াছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৯ সদস্য নিহত হইয়াছেন নির্বাচনি সহিংসতায়। ফলাফল প্রকাশে কালবিলম্ব, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন পরিষেবা বন্ধ করিয়া রাখাসহ নজিরবিহীন সকল অভিযোগ তুলিয়াছেন বিভিন্ন দলের নেতারা। তবে মানিতেই হয়, ভোটের ফলাফল সম্পর্কে পূর্বানুমান থাকা সত্ত্বেও এই নির্বাচনে পাকিস্তানের নাগরিকেরা অংশ নিয়াছেন বেশ স্বপ্রণোদিত হইয়াই। এমনকি আলোচিত-সমালোচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তাহার দল পিটিআইয়ের নেতারা নির্বাচনের মাঠ ছাড়িয়া যান নাই শত প্রতিকূলতার মুখেও। নির্বাচনি ফলাফলে পিটিআইসমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আগাইয়া রহিয়াছেন বেশ খানিকটা; কিন্তু অনিশ্চয়তার ঘোর কাটে নাই। ভোটাররা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়াছেন বটে, তথাপি তাহাদের অদৃষ্টের চাবি এখনো রাজনীতির বেড়াজালেই ঝুলিতেছে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রকৃত চিত্র ইহাই। নির্বাচন সর্বদাই ‘ফুল অব আনসার্টেনিটি’ হইলেও দুঃখজনকভাবে উন্নয়নশীল দেশের নির্বাচন যেন ‘পাতানো খেলা’। দলে দলে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পরও চূড়ান্ত ফলাফলে জনগণ ক্ষমতার চেয়ারে দেখিতে পায় এমন সকল ব্যক্তিকে, যিনি বা যাহারা দেশ ও দশের জন্য ভালো কিছু করার কথা চিন্তা করিয়াছেন কোন কস্মিনকালে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়াই মুশকিল! এই কারণে নির্বাচনের পর ভোটারদের ন্যায় হতাশ হইতে হয় যোগ্য প্রার্থীদেরও, যিনি বা যাহারা প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না কোথা হইতে কী হইল!

এই ধরনের সংস্কৃতি উন্নয়নশীল বিশ্বে চলিয়া আসিতেছে যুগের পর যুগ। এই সকল জনপদে কোন ভোট সুষ্ঠু হইয়াছে, তাহার হদিস পাওয়া অতিশয় দুষ্কর। ইহার পরও গণতান্ত্রিক ধারা সমুন্নত রাখিবার প্রশ্নে, জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনায় লইয়া নির্বাচনে অংশ নেন প্রকৃত ও সুস্থ ধারার রাজনৈতিক দল ও তাহার নেতারা। তবে নির্বাচনের নামে তাহাদের সহিত করা হয় মশকরা, রসিকতা। কখনো সূক্ষ্ম আবার কখনো স্থূল কারচুপির বলি হইতে হয়। ভোটের পূর্বে ও পরে বিরোধী বা ছোট দলের নেতাকর্মীকে ব্যাপক ধরপাকড়, মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় জেলজুলুম প্রভৃতির মাধ্যমে কার্যত নিষ্ক্রিয়, পঙ্গু করিয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় কিংবা জাতীয় নির্বাচন—সকল ক্ষেত্রেই এই খেলা চলে।

এই সকল দেশে সর্বদাই বলা হয়, ‘নির্বাচন জনগণের অধিকার। ইহাকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করা সরকার ও সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব।’ তবে ভোটের মাঠে পরিলক্ষিত হয় এক ভিন্ন বাস্তবতা। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করিবার মহান দায়িত্ব যাহাদের উপরে ন্যস্ত থাকে, সেই রক্ষকেরাই অবতীর্ণ হন ভক্ষকের ভূমিকায়। নির্বাচনের বেশ পূর্ব দিয়া বিরোধী কিংবা সম্ভাব্য প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের ঘরছাড়া, এলাকা ছাড়া করিয়া নিষ্ক্রিয় করা হয়। সরকারের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এই সকল অপকর্ম চলে বিভিন্ন নামধারী নেতা এবং প্রশাসনের একশ্রেণির আমলা বা কর্মকর্তার যোগসাজশে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আড়াল হইতে কলকাঠি নাড়েন প্রশাসন বা সরকারের শীর্ষ মহলের কেহ কেহ। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তাহারা রাজনৈতিক ফাঁয়দা হাসিল করে বটে; কিন্তু ইহার ফলে মহাসর্বনাশ হইয়া যায় দেশ ও জাতির। পাকিস্তানে যেই ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া ‘অনিশ্চয়তা’ ব্যতীত কীই-বা অর্জিত হইল? বস্তুত, এই একই মডেলে উন্নয়নশীল বিশ্বে যেই সকল নির্বাচন আয়োজন করা হয়, তাহার মধ্য দিয়া দেশ ও জনগণের ঠিক কী লাভ হয়, তাহা গবেষণাসাপেক্ষ। পাতানো নির্বাচন চূড়ান্ত ফলাফলে কেবল জনদুর্ভোগ, অনিশ্চয়তা আর গণতন্ত্রের ধ্বংস ও বিপদ-ই ডাকিয়া আনে। ঠাট্টা, মশকরার এহেন নির্বাচনই উন্নয়নশীল বিশ্বের বড় দুঃখ।

• • • • • • • • • • • •

প্রতিশোধমূলক হামলা মিলিশিয়াদের নেটওয়ার্ক ভাঙতে পারবে?

মধ্যপ্রাচ্যের তিন দেশ ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্র ও শনিবারে চালানো ঐ হামলায় ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়াদের কয়েক ডজন স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এ ঘটনার পর মধ্যপ্রাচ্য আরো অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত বয়লারের সঙ্গে তুলনা করে অনেকে বলছেন, যে-কোনো সময় এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে! লিখেছেন **নাকিসা জাহানবানি ও ড. সারা হারমাউচ**।

মধ্যপ্রাচ্যের তিন দেশ ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্র ও শনিবারে চালানো ঐ হামলায় ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়াদের কয়েক ডজন স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। দিন কয়েক আগে জর্ডানের এক মার্কিন ঘাঁটিতে ভয়াবহ হামলা চালিয়ে তিন জন মার্কিন সেনা সদস্যকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই মূলত এই সাঁড়াশি আক্রমণের পথ বেছে নেয় ওয়াশিংটন। ইরাক ও সিরিয়ায় ৮৫টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে চালানো হামলায় নিহত হয়েছে প্রায় ৪০ জন। মার্কিন বোমারু বিমানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া স্থাপনাগুলোর সঙ্গে ইরানের এলিট ফোর্স ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। বলা বাহুল্য, এ ঘটনার পর মধ্যপ্রাচ্য আরো অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত বয়লারের সঙ্গে তুলনা করে অনেকে বলছেন, যে-কোনো সময় এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে!

ঘটনা গত ২৮ জানুয়ারির। জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার ঘটনায় তিন সেনা নিহত হন। আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়াহ ফি আল-ইরাক বা ‘ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স’ নামক ইরাকের সশস্ত্র গোষ্ঠী ঐ হামলার দায় স্বীকার করে। ঘটনার পর ওয়াশিংটন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না—সেটাই স্বাভাবিক। ফলে শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের পালটা হামলা।

যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তু করার কথা ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স গোষ্ঠীকে। তবে আক্রমণ কেবল এই গোষ্ঠীর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এর বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। সন্দেহজনক অন্য সব গোষ্ঠীও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ‘ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স’ যে একা প্রতিশোধের মুখে পড়বে না, তা জানাই ছিল। কারণ, এটা নেয়াত কোনো একক গোষ্ঠী নয়। বরং একে সমমনা গোষ্ঠীগুলোর ‘ছাতা (আমব্রেলা)’ বললেও ভুল বলা হবে না। এটা সেই গোষ্ঠী, যারা ২০২০ সাল থেকে এই অঞ্চলে ইরান-সমর্থিত বিভিন্ন মিলিশিয়াকে একই শামিয়ানার নিচে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করে আসছে। ২৮ জানুয়ারির ড্রোন হামলায় জড়িত থাকার কথা ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করেছে বটে, কিন্তু এতটুকুতেই কি ঝামেলা মিটে যাবে? স্বভাবতই না।

ইসলামিক রেজিস্ট্যান্সসহ মিলিশিয়া গ্রুপগুলোর যে নেটওয়ার্কের কথা শুনতে পাওয়া যায়, তার পৃষ্ঠপোষকতাকারী হিসেবে একটাই নাম আসে—‘তেহরান’। অভিযোগ রয়েছে, ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পস কুদস ফোর্সের মাধ্যমে অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মিলিশিয়া গ্রুপগুলোকে সক্রিয় রাখা হয়। চলে আসছে এভাবেই। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গোষ্ঠীগুলোর তত্পরতা বেশ বেড়ে গেছে বলে শোনা যায়। বিশেষত, গত কয়েক মাসের ব্যবধানে সিরিয়া ও ইরাকে মার্কিন বাহিনীর আবাসস্থলগুলোতে ১৫০টিরও বেশি হামলা চালিয়েছে মিলিশিয়া গ্রুপগুলো। বিষয়টা শুনতে যত সহজ, এর তাত্পর্য ঠিক ততটাই জটিল।

ঠিক কোন পরিস্থিতিতে মিলিশিয়া গ্রুপের স্থাপনাগুলো মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, তা এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝতে পারার কথা। এখন প্রশ্ন হলো, মার্কিন অভিযানের লক্ষ্য কি কেবলই ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর আগ্রাসন বন্ধ করা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আরো গভীরে যেতে হবে।

২০০৩ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইরাক আক্রমণের পরের সময়কার কথা। বিদেশি সামরিক উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভাব ঘটে ইসলামিক রেজিস্ট্যান্সের। তেহরানপন্থি ইরাকি মিলিশিয়াদের এক কাতারে জড়ো করার কাজে হাত দেয় এই গোষ্ঠী। গ্রুপগুলো এগোতে থাকে একই মিশনকে সামনে রেখে। এর ফলে ‘একক ব্যানারে হামলা’ চালানো সহজতর হয়ে ওঠে তাদের জন্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিসর বাড়ে ইসলামিক রেজিস্ট্যান্সের। মিশন শুরু করে সিরিয়া ও লেবাননসহ ইরাকের বাইরেও। এক কথায়, ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়াদের কাছে ‘অন্যতম ফ্রন্ট’ হিসেবে আবির্ভূত হয় ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ইরাকে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ‘সমন্বিত শক্তি’ হিসেবে কাজ করছে এই গোষ্ঠী। মজার ব্যাপার হলো, তেহরানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই অঞ্চল জুড়ে কাজ করলেও ইরাক, সিরিয়া, লেবাননের মতো দেশগুলোতে ‘স্বতন্ত্র এজেন্ডা’ রয়েছে মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোর। মূলত এরূপ পটভূমিতেই গোষ্ঠীগুলো ইসলামিক রেজিস্ট্যান্সের ব্যানারে কার্যকর অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ২৮ জানুয়ারির ঘটনা তথা জর্ডানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি টাওয়ার ২২-এ হামলা এই ধারাবাহিকতার একটা অংশ মাত্র।

দেখার বিষয়, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পালটা হামলা কতটা ফলপ্রসূ হয়। এর মধ্য দিয়ে ঠিক কী ধরনের অগ্রগতি অর্জন করে এই পক্ষ। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড ইতিমধ্যে জানিয়েছে, এই অপারেশনের লক্ষ্য হচ্ছে আইআরজিসি ও এর ইরান-সমর্থিত প্রক্সিগুলোর অপারেশনাল সক্ষমতা ধ্বংস করা। অস্ত্র কিংবা সাপ্লাই নেটওয়ার্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে ধসিয়ে দেওয়া। কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার, গোয়েন্দা সুবিধাদি, রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং লজিস্টিক ও যুদ্ধাস্ত্রের ভান্ডার গুঁড়িয়ে দেওয়া। সর্বোপরি কেবল অপারেশনাল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করাই নয়, ভবিষ্যতে যেন গোষ্ঠীগুলো সর্বাত্মক হামলা চালানোর মতো অবস্থায় না থাকে, সেই ব্যবস্থা করা। যদিও এ ধরনের লক্ষ্য অর্জন কতটা সহজ হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

বস্তুত, জর্ডানে হামলার ঘটনায় ইরানের তৈরি একটি ড্রোন পাওয়ার পর থেকে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের পথে নেমেছে যুক্তরাষ্ট্র। আঁটছে নতুন সব কৌশল। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে মোকাবিলার প্রশ্নে বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসেবে আইআরজিসি অফিসারদের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হচ্ছে। হামাস ও হিজবুল্লাহকে সহযোগিতা করছে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও। এমনকি ইরানের বিরুদ্ধে সাইবার আক্রমণ পরিচালনা করার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পালটা ব্যবস্থা গ্রহণের পর এই অঞ্চলে ইরানের কৌশল কতটা প্রভাবিত হবে কিংবা আদৌ প্রভাবিত হবে কি না। লক্ষ করার বিষয়, ২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার আগেই মার্কিন স্থাপনাকে আর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করার ঘোষণা দিয়েছিল ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী কাতাইব হিজবুল্লাহ। ধরে নেওয়া যায়, ইরানের চাপেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয় হিজবুল্লাহ। এর মধ্য দিয়ে আরো একবার প্রমাণিত হয়, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন উপস্থিতির বিরোধিতা করে আসা এসব গোষ্ঠী চলে তেহরানের ইশারায়।

মার্কিন বিমান হামলা, নিষেধাজ্ঞার মতো ব্যবস্থাগুলো কাজে এসেছে বলা যায়। এই অর্থে, ইরান ও এর প্রক্সিদের বড় ধরনের আগ্রাসন থেকে দূরে রাখতে একে ‘বহুমুখী কার্যকর কৌশল’ হিসেবে অবিহিত করতে হয়। কারণ, এর মধ্য দিয়ে বিশেষ করে সিরিয়া ও ইরাকে ইরানের আধিপত্য কিছুটা হলেও কমে গেছে। শুধু তা-ই নয়, এটা মার্কিন স্বার্থের হুমকির বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের শক্তিশালী অবস্থানের ইঙ্গিত বহন করে। মাথায় রাখতে হবে, আঞ্চলিক প্রক্সিদের সমর্থন করা থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি ইরানকে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করাই যুক্তরাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য এবং তা কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে ইরাক ও সিরিয়ায় পরিচালিত অভিযানের মধ্য দিয়ে।

আরেকটি বিষয়, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব কমানো বা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই প্রতিশ্রুতির বাণী শুনিয়ে আসছে মিত্রদের। তেহরানের আঞ্চলিক সম্পৃক্ততার কৌশল, আলোচনার ক্ষেত্র ও অবস্থান এবং জোট গঠনের ক্ষমতাকে খর্ব করাই ওয়াশিংটনের মূল মিশন। এই হামলার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সেই কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে কি না, তা ভেবে দেখা দরকার।

অন্যদিকে এ কথাও সত্য, এই এক দফা হামলা ইরান ও এর প্রক্সিদের আগ্রাসন রোধে কতটা কাজে আসবে তা নিয়ে কিছুটা হলেও সংশয় থেকেই যায়। বিমান হামলা কিংবা নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা নিয়েও অনিশ্চিয়তা দূরে সরিয়ে রাখা যায় না পুরোপুরি। ইতিহাসও বলে সেই কথাই! বহু বছর ধরেই এই অঞ্চলে ইরানের প্রভাব কমানোর মিশন হাতে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এতে কাজের কাজ কতটা হয়েছে? গত ৭ অক্টোবর ইসারাইলে হামাসের হামলার কথাই যদি ধরা হয়, তা তো আটকানো যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এযাবত্ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের পরও ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণই-বা কতটা থামানো গেছে, তাও ভেবে দেখার বিষয়। বাস্তবতা হলো, ইরানের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা এই অঞ্চলে কেবল উত্তেজনাই বাড়িয়ে তুলবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান-সমর্থিত বাহিনীগুলোর মধ্যে কেবল ধাওয়া-পালটাধাওয়ার ঘটনাই ঘটতে থাকবে ক্রমবর্ধমানভাবে। টিট-ফর-ট্যাট—‘ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়’ ধরনের প্রবণতা চলতে থাকবে। এর ফলে বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকি বেড়ে যাবে অনেকখানি। সর্বোপরি বলতে হয়, গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি বাহিনীর হামলার জের ধরে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেনসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান উত্তেজনার মধ্যে ইরানের স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা চালানোর ঘটনার রেশ ধরে চলমান পরিস্থিতি আরো জটিল ও সংকটময় হয়ে উঠেছে। পানি কতদূর অবধি গড়ায়, সেটাই আসল কথা!

লেখকদ্বয়: যথাক্রমে ইউএস মিলিটারি একাডেমি ওয়েস্ট পয়েন্টের কমবেটিং টেররিজম সেন্টারের সহকারী অধ্যাপক ও আমেরিকান ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের পিএইচডি গবেষক

দ্য কনভারসেশন থেকে অনুবাদ

ব্রহ্ম চেলানি

তাইওয়ান নিয়ে চিনকে বাগে রাখতে কতটা সক্ষম আমেরিকা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক উত্তেজনার পারদ কমাতে যতই উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা চেয়েছে, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং প্রশাসন ততই তাইওয়ানের ওপর বল প্রয়োগ করেছে।

তবে গত মাসের মতো অবস্থা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং উই ও মার্কিন জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান ব্যাংককে যখন আলোচনা করছিলেন, ঠিক সেই সময় চীন ৩৩টি যুদ্ধবিমান ও ৭টি যুদ্ধজাহাজ তাইওয়ানের দিকে পাঠিয়েছিল। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সি চিন পিং চীন-তাইওয়ান ‘পুনরেকত্রীকরণের’ চেষ্টা জোরদার করতে শিগগিরই আরও বড় ধরনের অভিযান চালাতে পারেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে, তাইওয়ান কখনোই চীনা প্রজাতন্ত্রের অংশ ছিল না। এটি ইতিহাসের সুদীর্ঘ সময় ধরে স্বশাসিত দ্বীপ হিসেবে টিকে আছে। তারপরও প্রেসিডেন্ট সি তাইওয়ানের ওপর চীনের দাবি বাস্তবায়ন করতে তাঁর বলপ্রয়োগের অভিপ্রায় গোপন করেননি।

বলা হচ্ছে সম্প্রতি সান ফ্রান্সিসকোতে সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট সি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, চীন কখন তাইওয়ানকে একীভূত করবে, শুধু সেটি নিয়েই তাইওয়ান ইস্যুতে আলোচনা হতে পারে। তাইওয়ানকে চীনের একীভূত করার সেই সময় যে খুব কাছেই, সে কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধে বর্তমানে আমেরিকার মনোযোগ নিবদ্ধ রয়েছে এবং মার্কিন সামরিক সহায়তা সেখানে নিয়োজিত রয়েছে। একটি বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক অদলবদলের প্রক্রিয়া এখন চলমান। সে কারণে এ সময়কেই সি তাইওয়ান দখলের মোক্ষম সময় বলে মনে করতে পারেন। এ ছাড়া তাইওয়ানের সার্বভৌমত্বপন্থী দল ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির প্রার্থীকে ভোটাররা টানা তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করায় চীন বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে পারে।

সি ইতিমধ্যে তাইওয়ানের এয়ার ডিফেন্স জোনে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছেন এবং দ্বীপরাষ্ট্রটিকে যুদ্ধজাহাজ দিয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা শুরু করেছেন। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে,

দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিন বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন, তাইওয়ান প্রণালি নিয়ে সংকট এ বছরই শুরু হতে যাচ্ছে।

অনেকে মনে করতে পারেন, চীনের এই ইটের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র পাটকেল ছুড়তে পারে। তাঁরা মনে করতে পারেন, বাইডেন প্রশাসন তাইওয়ানকে প্রতিরক্ষার দিক থেকে শক্তিশালী করতে পারে এবং তাইওয়ানের ওপর হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্র কড়া প্রতিক্রিয়া জানাবে বলে ঘোষণা দিয়ে চীনকে ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু বাইডেন প্রশাসনের দিক থেকে সে ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। তাইওয়ানকে যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যে চুক্তি বলবৎ রয়েছে, তা এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। বাইডেন ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন, তিনি চীনের সঙ্গে কোনো ধরনের সংঘাতে জড়াতে চান না।

তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এখনো গোলমেলে অবস্থায় রয়ে গেছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলছে, অন্যদিকে সেই সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ানো চীনের সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে। এ ছাড়া রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞাগুলো কাজ না করায় সম্ভবত সি চিন পিং অধিকতর সাহসী হয়ে উঠেছেন।

চীন তার জিনজিয়ান প্রদেশে প্রায় ১০ লাখ মুসলমান নাগরিককে আটক করে রেখে নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা হংকংয়ের স্বায়ত্তশাসন ছিনিয়ে নিয়েছে। এরপরও চীনকে পশ্চিমাদের দিক থেকে আসা কোনো অর্থবহ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়নি।

গত সেপ্টেম্বরে বাইডেনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, চীন যদি তাইওয়ানে আঘাত হানে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে রক্ষা করতে এগিয়ে যাবে কি না। জবাবে তিনি হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়েছিলেন। তবে তিনি এ কথাও জুড়ে দিয়েছিলেন, ‘যদি সেখানে নজিরবিহীন কোনো হামলা হয়।’ ফলে সি চিন পিং হয়তো সেই ‘নজিরবিহীন’ হামলা এড়াতে চাইবেন।

রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেন দখল করার জন্য তাইওয়ানে হামলা চালিয়েছে, সে ধরনের সক্ষমতা ও স্বভাব—কোনোটাই চীনের নেই। চীন সাধারণত সন্তর্পণে প্রতারণা ও চুরির মাধ্যমে প্রতিবেশীর ভূমি কুক্ষিগত করে থাকে।

ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণবাদের এ কৌশল নিয়ে চীন যেভাবে দক্ষিণ চীন সাগর ও হিমালয়ে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে, তাইওয়ানকে চেপে ধরতে সম্ভবত তারা সেই ধরনের হাইব্রিড যুদ্ধের আশ্রয় নেবে। চীনা সামরিক বাহিনী ইতিমধ্যে তাইওয়ানকে ঘিরে ফেলে একধরনের অবরোধ আরোপের কৌশল নিয়েছে। সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘তাইওয়ানকে চীনের প্রতি নতজানু হতে বাধ্য করতে পারে।’

তাইওয়ানের বেশির ভাগ মানুষ বিশ্বাস করে, চীন যদি তাইওয়ান দখল করতে অভিযান চালায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৯ সালের মতোই তাইওয়ানকে ছেড়ে চলে যাবে। সে বছর চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রকে মনে রাখতে হবে, যদি তারা আবার তাইওয়ানকে পরিত্যাগ করে, তাহলে মার্কিন নিরাপত্তা আশ্বাসের আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। সেটি কার্যকরভাবে আমেরিকার বিশ্বব্যাপী প্রাধান্যকে শেষ করে দেবে।

ব্রহ্ম চেলানি দিল্লিভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের ইমেরিটাস অধ্যাপক

অনুবাদ

প্রথম নজর

কুরআনে হাফেজ হল সাড়ে ছ বছর বয়সি

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সুতি থানার ছাবঘাটি এলাকায় মাত্র ছয় বছর সাত মাস বয়সেই পবিত্র কুরআনের হাফেজ ছোট্ট শিশু মোহাম্মদ জাহিদ। এমনই নজিরবিহীন চিত্র লক্ষ করা গেল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের অতি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান জামেয়া মোহাম্মাদীয়া দারুল উলুম লোহরপুর মাদ্রাসায়। রবিবার সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে সেই হাফেজ ছাত্র মোহাম্মদ জাহিদ সহ মোট ১৩ জন হাফেজ ও ৬ জন আলেম ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।
মাত্র ছয় বছর সাত মাস বয়সেই কুরআনের হাফেজ মোহাম্মদ জাহিদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানার ছাবঘাটি এলাকায়।
এত অল্প বয়সেই হাফেজ ডিগ্রি সম্পন্ন করায় মোহাম্মদ জাহিদকে নিয়ে গর্বিত লোহরপুর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।
রবিবার অন্যান্য বছরের মতো খতমে বোখারী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় জামেয়া মোহাম্মাদীয়া দারুল উলুম লোহরপুর মাদ্রাসায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামেয়া মোহাম্মাদীয়া দারুল উলুম লোহরপুর মাদ্রাসার হেড মোদাররেস মাওলানা নাসিমুদ্দিন রহমানি, সহকারী হেড মোদাররেস শাইখুল হাদীস মাওলানা নুরুল ইসলাম কাসেমী সহ বহু বিশিষ্টজনেরা।
উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪২ সালে জামেয়া মোহাম্মাদীয়া দারুল উলুম লোহরপুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রতি বছর মাওলানা ডিগ্রি, হাফেজ ডিগ্রি পেয়ে শত শত আলেম রাজ্য তথা দেশের নানান প্রান্তে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। প্রতি বছরের মতো এবছরও মাদ্রাসার মোট ১৩ জন ছাত্র হাফেজ ডিগ্রি ও ৬ জন ছাত্র আলেম ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। এদিন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা বোখারী খতম করেন।

এক সঙ্গে চার কিশোর কুরআনে হাফিজ হল

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে এক সঙ্গে চারজন হাফিজে কুরআন হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের তুলসীহাটা পঞ্চায়েতের 'রাড়িয়াল শামসিয়া জাকারিয়া ইমদাদুল উলুম'নামক মাদ্রাসা থেকে। হাফিজে কুরআন হয়েছে ১৩ বছর বয়সে মহম্মদ মাহাতাব ও মহম্মদ উসমান এবং ১৭ বছর বয়সে হাফিজে কুরআন হয়েছে আব্দুল অদুত ও নাবেদ আলি সহ মোট চারজন।তাঁদের এই কৃতিত্বে গর্বিত অভিভাবকসহ শিক্ষকরা। শনিবার রাতে জালসা অনুষ্ঠান করে তাঁদেরকে পাগড়ি প্রদান করা হয়। মাদ্রাসা কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, সাড়ে তিনশো বছর আগে এলাকার বাসিন্দা হাজি জামালুদ্দিনরা পাঁচ ভাই মসজিদের নামে ৭২ শতক জমি দান করেন। সেই জমির কিছু অংশে গড়ে তোলা হয় জামে মসজিদ ও বাকি অংশে গড়ে তোলা হয় মাদ্রাসা। ১৯৪ সালেএই মাদ্রাসা গড়ে তোলেন লখনৌ শহর থেকে আগত মৌলনা নাজিমুদ্দিন। ১৯৪৬-১৯৬০ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা দায়িত্বের সাথে চালিয়েছেন সে। তাঁর ইন্তেকালের পর গ্রামবাসীরা গ্রামেরই মৌলনা ইয়াসিন এর হাতে মাদ্রাসা চালানোর ভারদায়িত্ব তুলে দেন।সে ২০১৫ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চালান।তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর ছেলে মৌলানা মাহামাদুল হাসান দায়িত্ব নেন।বর্তমানে সে এই মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে রয়েছে।মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাহামাদুল হাসান জানান,মাদ্রাসায় বর্তমানে ১৪৫ জন ছাত্র ৬ জন শিক্ষক রয়েছে।৬৫ জন ছাত্র হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। গ্রামবাসীদের দেওয়া অর্থ সাহায্যে দীর্ঘ ৭৮ বছর ধরে চলে আসছে এই মাদ্রাসা।বাংলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে।

নবগ্রামে খতমে বুখারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: রবিবার বীরভূমের ইলামবাজার সন্নিহিত নবগ্রাম মাদ্রাসা দারুল উলুম নৌমানিয়া তে বুখারী খতম ও পাগড়ী প্রদান উপলক্ষ্যে এক বিশেষ দোয়ার মজলিসের আয়োজন করা হয়। মাদ্রাসার ১৬ জন ছাত্র মৌলনা পাশ করেছেন তাদের বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা জানানো হয় পাগড়ী প্রদান সহকারে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুফতী ও মুহাদ্দিস জামিয়া মাজাহির উলুম সাহারানপুরের হজরত আক্কদাস মুফতী মকসুদ সাহেব সহ স্থানীয় উলামায়ে কেরাম মৌলনা আব্দুল কাদের, মৌলনা জালালউদ্দীন, বিল্লাল সহ অনান্যরা। এদিন এই পাগড়ী প্রদান অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে মাদ্রাসা চত্বরে। পাগড়ী প্রদান অনুষ্ঠানে উলামায়ে কেরামগণ কোরান ও হাদীশের প্রাসঙ্গিকতা ও আজকের সমাজ প্রসঙ্গে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। দিনের শেষে মহান সার্বিক সমাজের মঙ্গলের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

নিম্নমানের সামগ্রী, জল ট্যাঙ্ক নির্মাণকাজ রুখল গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: বছর খানেক আগের কথা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল একটি ভিডিও। তাতে দেখা গিয়েছিল বাঁকুড়ার একটি নবনির্মিত জলের ট্যাঙ্ক হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ছে। যা নিয়ে সেই সময় গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়েছিল। ঠিকাদার সংস্থার নিম্নমানের কাজ নিয়ে খুব সমালোচনা হয়েছিল। এবার ঠিক একই ধরণের অভিযোগ উঠছে ঝাড়গ্রাম জেলায়। যদিও নিম্নমানের কাজের অভিযোগ জানিয়ে জল ট্যাঙ্ক নির্মাণকাজ আটকে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনী গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাখুলি গ্রামের। এখানে পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি উঁচু জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ট্যাঙ্কটি একটি নিচু জমির নরম মাটিতে তৈরি হচ্ছিল। ফলে ট্যাঙ্কটি তৈরি হলে যে কোনও সময় ভিত বসে গিয়ে ভেঙে পড়বে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, গ্রামে অনেকেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন,

তাঁরা এই নির্মাণকাজ দেখে আপত্তি জানান। এরপর সবাই মিলে আপাতত কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, নরম মাটি সরিয়ে শক্ত মাটি দিয়ে কাজ চালু করতে হবে।
রোহিনী মন্ডল বিজেপির সভাপতি অঞ্জন জানা গ্রামবাসীদের সঙ্গে আন্দোলনে নেমেছেন। বিজেপির দাবি, গ্রামের লোকজনদের অন্ধকারে রেখে অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণকাজ চলছিল। তাই গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ করেছে। বিজেপির আরও দাবি, এই জল প্রকল্পের জন্য দুজন কর্মচারী নিয়োগ হয়েছে, কিন্তু ওই দুজনই বাইরের লোক। বিজেপির সরাসরি অভিযোগ তৃণমূল টাকা নিয়ে লোক নিয়োগ করেছে, ফলে স্থানীয়দের কাজ হয়নি।
অপরদিকে তৃণমূলের রোহিনী অঞ্চল সভাপতি মথুর মাহাত র দাবি, লোক নিয়োগ করে প্রশাসন। বিজেপি কর্মসংস্থান নিয়ে রাজনীতি করছে।
স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা অবশ্য এই কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারটা জানেন না। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেব।

গ্রামের ছেলে ডাক্তার, তাই মানুষের পাশে

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: গ্রামের ছেলে বড় ডাক্তার কিন্তু গ্রামকে ভুলেননি শফিকুল হাসান। মানুষের পাশে থাকতে স্বাস্থ্য শিবির বিনামূল্যে হরিহরপাড়ায়।
মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের বি এম ও এইচ এর উদ্যোগে গ্রামীন এলাকায় বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হল। হরিহরপাড়া ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা লোচন মাটি এলাকায় রবিবার সকাল দশটা থেকে প্রায় ১২ জন চিকিৎসক দ্বারা এলাকার অসহায় দুস্থ মানুষদের জন্য বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। সকাল থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষজনেরা আসেন এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে।
এলাকার মানুষজনেরা তারা জানাচ্ছেন এই প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাসপাতালে যাওয়া হয় না বাড়ির কাছে গোটা হাসপাতাল টাই যেন উঠে এসেছে ডাক্তার বাবুরা শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ঔষধ লিখে দিচ্ছেন এই ওষুধও ডাক্তার বাবুরা দিচ্ছেন কোন পয়সা নিচ্ছেন না । এরকম ডাক্তারবাবুরা প্রতি মাসে আসলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে বলে জানান স্থানীয় মানুষজনেরা।
নওদার আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সফিকুল হাসান তিনি জানান আমার গ্রামের বাড়ি এই লোচনমাটি গ্রাম । বাবার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আমার বাবার নামে গোলাম মোস্তফা আলী ফাউন্ডেশন সংস্থার নাম দিয়ে একটি ব্যানার লাগিয়ে ছোট্ট একটা প্রয়াস। তিনি আরো বলেন এলাকার মানুষ যদি সহযোগিতা করে আমি আরো ডাক্তার বাবুদের নিয়ে একদম বিনামূল্যে এলাকার মানুষজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করব। প্রতি মাসে না হলেও দুমাস অন্তর একদিন করে বিনামূলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ঔষধ সরবরাহ করা হবে বলে তিনি জানান।

রাজাবাজারে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

সাহিল মল্লিক ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার কলকাতার রাজাবাজারে, জহর স্পোর্টস ক্লাব এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এক বিশাল স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ঔষধ বিতরণ, রক্তদান এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবির। রক্তদানের মতো মহৎ কাজে এগিয়ে আসেন রক্তদাতারা, এবং তাদের অমূল্য রক্ত দানের মধ্যে দিয়েই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। জানা গিয়েছে প্রায় ৫০ জনের মতো রক্তদাতা রক্তদান করেছেন এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ২১৫ জন রোগী এসেছিলেন তাদের চোখের সমস্যা নিয়ে, কিছু জনকে বিনামূল্যে চমসা প্রদানও করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিলো সম্মানীয় অতিথিদের উপস্থিতিতে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক, সামাজিক কাজে যুক্ত ব্যক্তিত্বরা এবং বিভিন্ন ধর্মের ধর্ম যাজকরা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী এম. আর লস্কর, আরফাতুন বেগম, সুপ্রিয় দত্ত, সমরেশ মুখার্জী সহ বিশিষ্ট শিক্ষক মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, রাহুল দেব রয় সহ আরও অনেক ব্যক্তিত্বরা, এক কথায় তাদের হৃদয় বিজড়িত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল এক মিলন মেলা।।

মমতাকে ধন্যবাদ দিতে তৃণমূলের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: রাজ্য বাজেটেলক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ভাতা বাড়ার আনন্দে সবুজ আবির মাখার পাশাপাশি জননেত্রী কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বারাসাত -২ নং ব্লকের কীর্ত্তিপুর -২ অঞ্চলের মহিলারা। স্থানীয় অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে গ্রামের সাধারণ মহিলারাও সবুজ আবিরে মেতে ওঠেন। ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী মনোয়ারা বিবি বলেন, 'রাজ্য বাজেটে মা লক্ষ্মীর কৃপা পড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। আজকের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে বাংলার মহিলা সমাজ সহ সর্বস্তরের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে।
উল্লেখ্য রবিবার হাড়োয়া বিধানসভার মহিষগদিতে অনুষ্ঠিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ২ কোটি ১১ লক্ষ মহিলা আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। এবার সেই প্রকল্পেও সাধারণ উপভোক্তাদের ভাতা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এতে গ্রামবাংলার মহিলাদের কত উপকার হল, সেটা শুধু আমরাই বুঝছি।' এই ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হাতে আবির খেলে উৎসবের মেজাজে মাতেন মহিলারা।

৬৪ জন আদিবাসীকে পরিষেবা প্রদান

সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে স্থানীয় ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত ঢাকা গ্রামে গিয়ে তাদের হাতে সরাসরি কৃষক বন্ধু প্রকল্পে সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য দিন কয়েক আগেই উক্ত গ্রামে শিবির করে তাদের কাছ থেকে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়েছিল। রবিবার সেই ৬৪ জন আদিবাসীকে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান করা হয় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এদিন পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) বিশ্বজিৎ মোদক, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার শিবনাথ ঘোষ, রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজনগর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা অভিজিৎ মন্ডল প্রমুখ।

প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক গ্রেফতার, ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: এবার সন্দেশখালির সেই প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ককে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাকে আটক করা হল বাঁশদ্রোণী থেকে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালিকাণ্ডে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৮ ।তার মধ্যে মহিলা ৬. পুরুষ ১২. ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিশ।বহিরাগতদের খুঁজে বার করতে শুরু হয়েছে পুলিশের তল্লাশি অভিযান। এদিকে ১৪৪ ধারা বলবৎ হতেই রাজ্য প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। এর মধ্যে সন্দেশখালি তিন হেভিওয়েট শাসকবিরোধী নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যার মধ্যে মূল নাম রয়েছেন উত্তর ২৫ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি উত্তম সর্দার । অন্যদিকে, সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে হিংসায় প্ররোচনা দেওয়া, উস্কানিমূলক কথাবার্তা, আদিবাসীদের একাংশকে ক্ষেপিয়ে তুলে আন্দোলনকে সংগঠিত করার অভিযোগ থাকায় তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার মুক্তির দাবিতে সোমবার সন্দেশখালির ১ ও ২ নম্বর ব্লকে ১২ ঘণ্টার বনধ ডাকল সিপিএম। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা কমিটির নেতা মৃণাল চক্রবর্তী এই বনধের ডাক দিয়েছেন। সিপিএমের দাবি, এই ঘটনায় গ্রেফতার তাদের প্রাক্তন বিধায়ককে অবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। সিপিএমের ডাকা এই বনধের মধ্যেই সোমবার সন্দেশখালি যাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে বাঁশদ্রোণী-সহ রাজ্যের একাধিক এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা। রবিবার সন্দেশখালিতে ঢুকতে গেলে পুলিশের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়। এই ঘটনায় গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম।

হাড়োয়ায় শিক্ষামূলক কর্মসূচি মিশন স্কুলে

এম মেহেদী সানি ● হাড়োয়া

আপনজন: সারা বছর পুঁথিগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল আইডিয়াল একাডেমী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়ার পিয়ারায় শিক্ষানুরাগী মোস্তাফিজুর রহমানের (টিঙ্কু) হাতে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ওই বিদ্যালয়ের তরফে প্রতিবছর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে এবছরও ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে সামাজিক বার্তা দিয়ে সাড়ম্বরে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয় একাধিক সংস্কৃতিক কর্মসূচি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এ দিন উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়ার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অতনু ঘোষ। বক্তব্য রাখার সময় তিনি আইডিয়াল একাডেমির কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক, সমাজকর্মী ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা। মিশনের পক্ষ থেকে মোস্তাফিজুর রহমান (টিঙ্কু) বলেন, 'শিক্ষার্থীদের মানসম্মত পাঠদানে আমরা বদ্ধপরিকর, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে আমরা বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, আজকের অনুষ্ঠান তারই অংশ।'

গঙ্গাধারী গ্রামে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নওদা

আপনজন: আল মোমিন মিশন, কলকাতা স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক ট্রাস্ট ও শেখ ক্লিনিক এর যৌথ উদ্যোগে এবং চাতক ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় নওদা থানার গঙ্গাধারী গ্রামের আল মোমিন মিশন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও সচেতনতা শিবির। শিবিরের আনুষ্ঠানিক ভাবেফিতা কেটে উদ্বোধন করেন যৌথ ভাবে স্থানীয় মেডিক্যাল প্র্যাক্টিসিনার শেখ ক্লিনিকের কর্ণধার ইসরাফিল শেখ, চাতক ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শেখ মফেজুল ও সাহাবুদ্দিন শেখ ।
সচেতনতা শিবিরে নানা রোগের উৎপত্তি ও তার নিরাময়-প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন ডা এইচ এ রশিদ, ডা আরেফা খাতুন, ডা সানাউল্লাহ আহমেদ প্রমুখ । শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডা এম আর ফিজা, সামসুল হক, ইউসুফ আলি সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । শিবিরে সহযোগিতা করেন বিট্টন শেখ, বাবর আলি সরকার সহ আরও বেশ কয়েকজন তরুন । এদিন সকাল ১০ টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬ টায় এই বিনা মূল্যের চিকিৎসা শিবির শেষ হয় । উপস্থিত হওয়া সকল রুগীকে চিকিৎসার পর যথাযথ বিনা মূল্যে ওষধও দেওয়া হয় । কলকাতা থেকে আগত এই শিবিরের প্রধান চিকিৎসক ডা সানাউল্লাহ আহমেদ জানান, আমরা আবার সময় সুযোগ মত এই এলাকায় আসতে চাই । শিবির করতে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করায় আল মোমিন মিশন, চাতক ফাউন্ডেশন ও এলাকার সুধীজনকে ধন্যবাদ জানান ডা সানাউল্লাহ আহমেদ ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গণতন্ত্রের পরিসর ছোট হচ্ছে রাজ্যে: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সন্দেশখালির ঘটনায় আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী সরব হলেন। এক বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের শাসক দলের জন্য রাজ্যে ক্রমশ গণতন্ত্রের পরিসর সঙ্কুচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে, আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পুলিশ যথারীতি দলদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি পুলিশের এই দমনপীড়নের তীব্র বিরোধিতা করছি। প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক নিরাপদ সর্দার সহ অন্যান্য বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের এবং স্থানীয় জনগণকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করছি। অন্যদিকে, যারা ঐ এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে তাদের গ্রেপ্তারের দাবি করছি। যদি রাজ্য সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে পুলিশ প্রশাসনকে আবেদন করছি, নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন। কোন রাজনৈতিকদলের মদতপুষ্ট হয়ে কাজ করবেন না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শেষ বিচার করবে জনগণ।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বাম যুবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সন্দেশ খালি ঘটনায় বাকিদের গ্রেফতারের দাবিতে ও পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে রবিবার বিকেলে চাঁচলগামী ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভবানীপুর ব্রীজ মোড়ে বিক্ষোভ দেখালেন হরিশ্চন্দ্রপুর ডি ওয়াই এফ আই। হাতে প্লেকার্ড নিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চলে বিক্ষোভ।রাস্তা অবরোধের ফলে সাময়িকের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়।পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ উঠে যায়।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ডি ওয়াই এফ আই সম্পাদক প্রবীন দাস জানান, সন্দেশ খালির মহিলাদের সঙ্গে যে সমস্ত তৃনমূলের নেতা কর্মীরা বর্বরতা আচরণ করেছে তাদের শিঘ্রই গ্রেফতার করতে হবে।না হলে পুলিশ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। এদিন বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন, হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ডিওয়াইএফআই ব্লক সভাপতি ফিরোজ আলম সহ ব্লক নেতৃত্বরা।

ট্রাই সাইকেল বিতরণ সাংসদ খলিলুরের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে জঙ্গিপুর লোকসভার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে ট্রাই -সাইকেল ও হুইলচেয়ার বিতরণ করলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান। রবিবার রঘুনাথগঞ্জে নিজের বাসভবনে প্রায় শতাধিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের হাতে ট্রাই -সাইকেল ও হুইলচেয়ার তুলে দেন তিনি।

আর্সেনালের গোলবন্যায় ভেসে গেল ওয়েস্ট হাম

আপনজন ডেস্ক: আর্সেনাল ৬: ০ ওয়েস্ট হাম
আর্সেনালের এ আনন্দ অন্য রকম। না, প্রতিপক্ষের জালে ছয়বার বল পাঠানো বা টানা পাঁচ জয়ের আনন্দ নয়। এ আনন্দ এক বছর পুরোনো ঘায়ে কিছুটা হলেও প্রলেপ দেওয়ার। গত মৌসুমে ২৪৮ রাত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকেও লিগ জিততে পারেনি আর্সেনাল। শিরোপা-দৌড়ে আর্সেনালের নিয়ন্ত্রণটা আলগা হয়ে গিয়েছিল পরপর দুই ম্যাচে লিভারপুল ও ওয়েস্ট হামের সঙ্গে ড্র করে। দুটি ম্যাচেই দুই গোলে এগিয়ে এরপর পয়েন্ট খুইয়েছিল মিকেল আরতেতার দল।
সেই আর্সেনাল এবারও পরপর দুই ম্যাচে পেয়েছে লিভারপুল ও ওয়েস্ট হামকে। গত সপ্তাহে এমিরেটসে লিভারপুলকে ৩-১ গোলে হারানো আর্সেনাল আজ ওয়েস্ট হামকে রীতিমতো গোলবন্যায় ভাসিয়েছে, হারিয়েছে ৬-০ ব্যবধানে। এ জয়ে পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থান আরও সংহত করেছে আর্সেনাল।
লন্ডন স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে আরতেতার দল এতটাই দাপটের সঙ্গে খেলেছে যে প্রথমার্ধ শেষেই ওয়েস্ট হামের বিপুলসংখ্যক দর্শককে গ্যালারি ছেড়ে যেতে দেখা যায়। অবশ্য প্রথম আধা ঘণ্টায় বুকায়ো সাকা, লিয়ান্দ্রো ত্রোসার ও মার্টিন ওডেগার্ডদের সব আক্রমণই ওয়েস্ট হাম আটকে দিতে পেরেছে। কিন্তু ৩২তম মিনিট থেকে শুরু করে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে স্কোরলাইন ৪-০ করে ফেলে আর্সেনাল।
ডেকলান রাইসের কর্নার থেকে পাওয়া বলে হেড নিয়ে প্রথম গোলটি করেন উইলিয়ামস সালিবা। ৩৮ মিনিটে সাকা ওয়েস্ট হাম গোলকিপারের বাধায় পেনাল্টি পেয়ে গেলে সুযোগ আসে দ্বিতীয় গোলের, যা কাজে লাগিয়ে গানারদের হয়ে ৫০তম গোলটি করেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। ৪৪ মিনিটে গোলদাতার খাতায় নাম লেখান গ্যাব্রিয়েল। রাইসের ফ্রি কিক থেকে বাড়ানো বলে মাথা ছুঁইয়ে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার। আর যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন অধিনায়ক ওডেগার্ড।আর্সেনাল লিগে প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথমার্ধেই ৪ বা তার বেশি গোল দিয়েছে ১৩ বছর পর এই প্রথম। সর্বশেষ ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এমন ব্যবধান তৈরি করেছিল নিউক্যাসলের মাঠে। তবে আর্সেন ওয়েঙ্গারের দল সেদিন জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধে ৪ গোল হজম করে ম্যাচ শেষ করেছিল ৪-৪-এ।
আজ অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধেও প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতে দেয়নি আর্সেনাল। বরং ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে ৬৩ মিনিটে দলের পঞ্চম ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন সাকা। এর দুই মিনিট পর জোরালো শটে বল জালে পাঠিয়ে স্কোরলাইন ৬-০ করেন রাইস। ২৫ বছর বয়সী এই ইংলিশ মিডফিল্ডার অবশ্য গোল করে উদ্‌যাপন করেননি, উল্টো গ্যালারির দিকে তাকিয়ে 'ক্ষমা'ই চেয়েছেন। গত জুলাইয়ে আর্সেনালে যোগ দেওয়ার আগে আট বছর এই ওয়েস্ট হামেই কাটিয়ে গেছেন রাইস।
গোলের পরপরই রাইসকে তুলে নেন আরতেতা, উঠিয়ে নেওয়া হয় সাকাকেও। থেমে যায় আর্সেনালের আক্রমণের গতি। তবে এরপর আর গোল না পেলেও আর্সেনালের জয়ের হাসিটা বেশ চওড়াই থেকেছে।
তৃতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৫২। সমান পয়েন্ট দুইয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটিরও, তবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এক ম্যাচ কম খেলেছে। ২৪ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে লিভারপুল। ওয়েস্ট হাম ৩৬ নিয়ে আছে আটে।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জিততে পারল না ভারতীয় দল

আপনজন ডেস্ক: ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ—সংস্করণ বদলালেও ফাইনালে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হওয়া হয়ে পড়েছে নিয়মিত ঘটনা। আইসিসির আগের দুটি বৈশ্বিক ইভেন্টের ফাইনালেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে ভারত। তবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত সবচেয়ে সফল দল, সর্বশেষ তিনবারের মধ্যে দুবারের চ্যাম্পিয়ন। এবারের আসরেও ফাইনালে তারা এসেছে অপরাজিত থেকেই। তবে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হারের সেই ধারা বদলাল না বেনোনিতেও। ভারতকে ৭৯ রানে হারিয়ে ১৪ বছর পর প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, তাদের ইতিহাসে যেটি চতুর্থ। হারজাস সিংয়ের অর্ধশতকের সঙ্গে হ্যারি ডিক্সন, হিউ উইবগেন ও অলিভার পিকের ৪০ পেরোনো ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া তুলেছিল বিশ্বকাপের ফাইনালের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ২৫৩ রান। রেকর্ড রান তাড়া করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ভারত, ৪৩.৫ ওভারে অলআউট হয়ে যায় ১৭৯ রানের মধ্যেই। কোনো জুটি বা ইনিংসই ভারতকে সে অর্থে আশা জোগাতে পারেনি। ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেই বাংলাদেশের কাছে ফাইনালে হেরেছিল ভারত, এরপর অবশ্য গতবার ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতই জিতেছিল শিরোপা। এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আবার শিরোপা হাতছাড়া হলো তাদের। ফাইনালের আগে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক উইবগেন বলেছিলেন, তারা চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত, লড়াই করতে ভালোবাসেন। সে চ্যালেঞ্জে ভারতকে পাত্তাই দিল না তারা। এবারের আগে ২০১৮ সালে শেষ ফাইনাল খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া, সেবার তারা হেরেছিল ভারতের কাছেই। বেনোনির উইলোমুর পার্কে টসে জিতে ব্যাটিং নেয় অস্ট্রেলিয়া। এক প্রান্তে ডিক্সন ঝোড়ো শুরু করলেও তৃতীয় ওভারে কোনো রান না করেই ফেরেন আরেক ওপেনার স্যাম কন্সটাস। অবশ্য অধিনায়ক হিউ উইবগেনের সঙ্গে ডিক্সনের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ওঠে ৭৮ রান। এরপর জোড়া ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া, নামান তিওয়ারির পরপর ২ ওভারে ফেরেন ডিক্সন ও উইবগেন। ডিক্সন করেন ৪২ রান, উইবগেন থামেন অর্ধশতকের ২ রান আগে। অস্ট্রেলিয়াকে এরপর টানেন হারজাস সিং ও অলিভার পিক। দুজন চতুর্থ উইকেট জুটিতে ৬৮ বলে তোলেন ৬৬ রান। ৬৪ বলে ৫৫ রান করে হারজাস ফেরার পর দ্রুতই রাফ ম্যাকমিলানও থামেন। ৪০তম ওভার শেষ হওয়ার আগেই ১৮৭ রান তুলতে ৬ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া বেশ চাপেই ছিল। তাদের এগিয়ে নেন পিক, যিনি ছিলেন শেষ পর্যন্ত। চার্লি অ্যান্ডারসন ও টম স্ট্রেকারকে নিয়ে সপ্তম ও অষ্টম উইকেট জুটিতে আরও ৬৬ রান যোগ করেন তিনি। ৪৩ বলে অপরাজিত থাকেন ৪৬ রান করে। ৩৮ রানে ৩ উইকেট নেন ভারতের পেসার রাজ লিম্বানি, তবে ফাইনালে সর্বোচ্চ সংগ্রহ ঠিকই পায় অস্ট্রেলিয়া। রান তাড়ায় ভারতের ইনিংস গতি পায়নি কোনো পর্যায়েই। একপাশে আদর্শ সিং ছিলেন, কিন্তু অন্য পাশে উইকেট পড়েছে নিয়মিত। পেসার মালি বিয়ার্ডম্যান ও অফ স্পিনার ম্যাকমিলানের তোপে ৯১ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে ভারত। সেমিফাইনালে ৩২ রানে ৪ উইকেট হারালেও ঐতিহাসিক জুটিতে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছিল ভারত। এবার আর তারা তেমন কিছু করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আদর্শও ৭৭ বলে ৪৭ রান করে থামেন বিয়ার্ডম্যানের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার জয় তখন হয়ে পড়ে সময়ের অপেক্ষা। মুরুগান অভিষেক ও নমন অবশ্য সে অপেক্ষা লম্বাই করেন ইনিংসে তখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৪৬ রানের জুটিতে। ভিডলারের বলে অধিনায়ক উইবগেনের হাতে ক্যাচ দিলে শেষ হয় অভিষেকের ৪২ রানের ইনিংস, ঠিক আগের বলেই তাঁর সহজ ক্যাচ ছেড়েছিলেন উইবগেনই। শেষ উইকেট জুটিও অস্ট্রেলিয়াকে অপেক্ষায় রাখে ৩.২ ওভার। তবে অস্ট্রেলিয়াকে শিরোপাবঞ্চিত করার কথা হয়তো ভাবতে পারেননি তাঁরাও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯: ৫০ ওভারে ২৫৩/৭ (হারজাস ৫৫, উইবগেন ৪৮, পিক ৪৬, ডিক্সন ৪২; লিম্বানি ৩/৩৮, নামান ২/৬৩, সৌমি ১/৪১, মুশির ১/৪৬)।
ভারত অনূর্ধ্ব-১৯: ৪৩.৫ ওভারে ১৭৪ (আদর্শ ৪৭, অভিষেক ৪২, মুশির ২২; বিয়ার্ডম্যান ৩/১৫, ম্যাকমিলান ৩/৪৩, ভিডলার ২/৩৫)।
ফল: অস্ট্রেলিয়া ৭৯ রানে জয়ী।

আনচেলোত্তির চোখে বিশ্বের সেরা ছয় ফুটবলার রিয়ালে

আপনজন ডেস্ক: ট্রান্সফার মার্কেটের ভিত্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার এখন রিয়াল মাদ্রিদের জুড বেলিংহাম। সেরা পাঁচে আছেন রিয়ালের আরো দুই জন; ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এবং রদ্রিগো। তবে স্পেনের ক্লাবটির ইতালিয়ান কোচ কার্লো আনচেলোত্তির চোখে, বিশ্বের সেরা ছয় ফুটবলার খেলে থাকেন তাঁর দলেই।
লা লিগায় গতরাতে দুই শীর্ষ দলের লড়াইয়ে জিরোনাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। তাতে লিগ শিরোপা জয়ের পথে এগিয়ে গেছে অনেকটা। দুইয়ে থাকা জিরোনা থেকে এগিয়ে গেছে পাঁচ পয়েন্টে। ২৪ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৬১ আর জিরোনার ৫৬। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ষষ্ঠ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল।
এরপর ৩৫ ও ৫৪ মিনিটে দুইবার জালের দেখা পান জুড বেলিংহাম। আর ৬১ মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন রদ্রিগো।
গত কয়েক মৌসুম ধরেই কিলিয়ান এমবাপ্পেকে দলে টানার চেষ্টা চালাচ্ছে রিয়াল। জিরোনা ম্যাচের পরও আনচেলোত্তিকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে।
কিন্তু নিজ দলের খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে কথা বলতে রাজি নন আনচেলোত্তি। বরং ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে প্রশংসা ঝড়েছে এই কোচের কণ্ঠে,'সে (এমবাপ্পে) তো অন্য দলে খেলে। আমাদের দলেই তো বিশ্বের সেরা ফুটবলার আছে। ভিনিসিয়ুস সেরা মানের ফুটবলার। সে যখন এরকম খেলে এবং এই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামে, সে তখন বিশ্বের সেরা ফুটবলার।
আমার ব্যক্তিগত অভিমত এটা।'
ভিনিসিয়ুস সেরা হলে এরপরে কে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আনচেলোত্তি বলেছেন,'জুড বেলিংহাম দ্বিতীয়, রদ্রিগো দ্বিতীয়, টনি ক্রুস চতুর্থ, কামাভিঙ্গা পঞ্চম এবং ফেদে ভালভের্দে ষষ্ঠ।'

ভারতকে হারিয়ে উৎসব অস্ট্রেলিয়ার

আপনজন: যুবাদের বিশ্বকাপেও ভারতকে হারাল অস্ট্রেলিয়া। এ নিয়ে আইসিসির সর্বশেষ তিনটি বৈশ্বিক আসরের ফাইনাল খেলল দেশ দুটি। এই তিনবারই ভারতকে হারিয়ে শিরোপা উৎসব করল অস্ট্রেলিয়া। বড়দের আসরে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর সর্বশেষ গতকাল ছোটদের বিশ্বকাপের ফাইনালেও ভারতকে হারাল তারা।
বেনোনির ম্যাচে আসরের সবচেয়ে সফল দল ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ৭৯ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ছোটদের এই বৈশ্বিক আসরে অস্ট্রেলিয়ার এটা চতুর্থ শিরোপা। প্রথমে ব্যাট করে হারজাস সিংয়ের ফিফটির (৫৫) সঙ্গে ৪০ ছোঁয়া তিনটি ইনিংসে ২৫৩ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে অস্ট্রেলিয়া দল। রাজ লিমবানি ৩৮ রানে নেন ৩ উইকেট। রান তাড়ায় শুরু থেকে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে ভারত। উদ্বোধনী ব্যাটার আদর্শ সিং এক প্রান্ত আগলে রাখলেও অন্য প্রান্তে একে একে যাওয়া-আসার মিছিলে যোগ দিচ্ছিলেন তাঁর অন্য সতীর্থরা। সপ্তম ব্যাটার হিসেবে আদর্শ আউট হওয়ার সময়ও তাই দলের স্কোর ছিল ৭ উইকেটে ১১৫। এরপর মুরুগান অভিষেকের ৪২ রানের ইনিংসটার পরও ভারত থেমে গেছে ১৭৪ রানে।

বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে আবারো রোহিতকে ছুঁলেন ম্যাক্সওয়েল

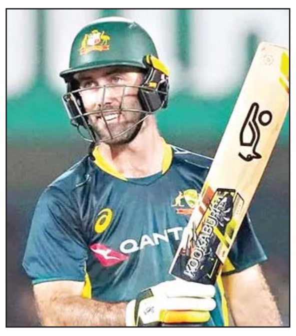

আপনজন: গত বছরের নভেম্বরে ভারতের রোহিত শর্মার বিপক্ষেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৪ সেঞ্চুরির রেকর্ডে ছুঁয়ে ফেলেন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। গত মাসে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের সেঞ্চুরি করে ম্যাক্সওয়েলকে টপকে যান ভারত অধিনায়ক রোহিত। এক মাস না পেরোতেই আবার রোহিতকে ছুঁয়ে ফেললেন ম্যাক্সওয়েল। গতকাল অ্যাডিলেডে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩৪ রানে হারায় অস্ট্রেলিয়া। টস হেরে আগে ব্যাটিং করে এদিন ২৪১ রানের পুঁজি পায় স্বাগতিকরা। চারে নেমে ১২টি চারের সঙ্গে ৬টি ছক্কায় ৫৫ বলে ১২০ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন ম্যাক্সওয়েল। জবাবে ২০৭ রানে থামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস। এই জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া।
লক্ষ্য তাড়ায় শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। জনসন চার্লস ও নিকোলাস পুরান আগ্রাসী শুরু করলেও বেশিদূর এগোতে পারেননি। চার্লস করেন ১১ বলে ২৪ আর পুরানের ব্যাট থেকে আসে ১০ বলে ১৮ রান।
শাই হোপ ফেরেন শূন্য রানে। আন্দ্রে রাসেল ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগেই তাকে ফিরিয়ে দেন অজি পেসার মার্কাস স্টয়নিস। ১৬ বলে ৩৭ রান করেন তিনি। একপাশে উইকেট হারালেও অন্যপাশে রানের চাকা সচল রাখেন অধিনায়ক রভম্যান পাওয়েল। তবে শেষ পর্যন্ত তার ৩৬ বলে ৬৩ রানের ইনিংস শুধু হারের ব্যবধানই কমায়। শেষদিকে ১৬ বলে ২৮ রানের ক্যামিও খেলেন জেসন হোল্ডার।
এর আগে ব্যাটিং করতে নেমে ৬৪ রানেই ৩ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। ফিরে যান ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ ও জস ইংলিশ। এরপর চার নম্বরে নেমে শুরু থেকেই তাণ্ডব চালানো শুরু করেন ম্যাক্সওয়েল। ২৫ বলেই ফিফটি পূর্ণ করেন তিনি। সেখান থেকে তিন অঙ্কে পৌঁছাতেও তার লাগে ৫০ বল। সর্বশেষ ৩ ইনিংসে এটি ম্যাক্সওয়েলের এটি দ্বিতীয় শতক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পাঁচটি সেঞ্চুরি করে ১৪৩ ইনিংস লাগে রোহিত শর্মার। যেখানে ৪৯ ইনিংস কম খেলেই ৫ সেঞ্চুরির দেখা পান ম্যাক্সওয়েল। অবশ্য তালিকায় এরপর থাকা ভারতের সূর্যকুমার যাদব অবশ্য ৪টি সেঞ্চুরি করেন মাত্র ৫৭ ইনিংসে। চেক প্রজাতন্ত্রের সাবাউন ডাজিভি ৩১টি ইনিংসেই আবার করেন ৩টি শতক সেঞ্চুরি। তবে এক জায়গায় বাকিদের থেক অনেক বেশি এগিয়ে ম্যাক্সওয়েল। পাঁচটি সেঞ্চুরির চারটিই করেন চার বা এর পরে নেমে। এত পরে নেমে এতগুলো সেঞ্চুরি নেই আর কারও। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সূর্যকুমার যাদবের আছে ৩টি।

১০ রানে শেষ ৮ উইকেট নেই আফগানিস্তানের, বড় জয়ে সিরিজ শ্রীলঙ্কার

আপনজন ডেস্ক: ২৯তম ওভারটা যখন শেষ হলো, ৩০৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করা আফগানিস্তানের রান ২ উইকেটে ১৪৩। ২৯ বল পর সেই আফগানিস্তান অলআউট ১৫৩ রানে!
আজ রোববার এমন ব্যাটিং-বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়েছে পাল্লেকেলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ১০ রানের মধ্যে আফগানদের শেষ ৮ উইকেট তুলে নিয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেটা শ্রীলঙ্কা জিতেছে ১৫৫ রানে। তাতে তিন ম্যাচের সিরিজটাও জিতে গেল প্রথমে ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ৩০৮ রান তোলা স্বাগতিকেরা। রান তাড়া করতে নেমে সপ্তম ওভারের প্রথম বলে ৩১ রানে প্রথম উইকেট হারায় আফগানিস্তান। আসিতা ফার্নান্ডোর বলে ডান দিকে ঝাঁপিয়ে এক হাতে দারুণ এক ক্যাচ নিয়ে রহমানউল্লাহ গুরবাজকে ফেরান শ্রীলঙ্কার উইকেটকিপার-অধিনায়ক কুশল মেন্ডিস।
এরপর ইব্রাহিম জাদরান ও রহমত শাহ ৯৭ রানের জুটি গড়ে দলের রানটাকে নিয়ে যান ১২৮-এ। আরেকটি ফার্নান্ডো-মেন্ডিস যুগলবন্দী তে ইব্রাহিম জাদরানের বিদায়ে ভাঙে ওই জুটি। ৭৬ বলে ৫৪ রান করেছেন আফগান এই ওপেনার।
৫০ ছাড়িয়েছেন রহমত শাহও। ৬৯ বলে ৬৩ রান করেন তিনে নামা রহমত। ৩০তম ওভারের প্রথম বলে তাঁকে এলবিডব্লু করেই ধসের সূচনা করেন লঙ্কান লেগ স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। ওই ওভারের পঞ্চম বলে হাসারাঙ্গা বোল্ড করেন আফগান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদিকে।
পরের ওভারে আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে ফেরান প্রমোদ মাদুশান। ৩২তম ওভারে আরও ২ উইকেট নেই আফগানদের। হাসারাঙ্গা আগের ম্যাচের আরেক সেঞ্চুরিয়ান নবীকে ফেরানোর পর রানআউট হন ইকরাম আলীখিল। ৩৩তম ওভারে টানা দুই বলে কায়েস আহমেদ ও নুর আহমেদকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগান বাঁহাতি পেসার দিলশান মাদুশঙ্কা। ফজলহক মাদুশঙ্কার হ্যাটট্রিক ঠেকালেও পরের ওভারে গুলবদিন নাইবকে এলবিডব্লু করে দলকে জিতিয়ে ইনিংসে চতুর্থ উইকেট পেয়ে যান হাসারাঙ্গা।
ওয়ানডেতে ১০ বা এর কম রানে শেষ ৮ উইকেট হারানোর উদাহরণ তিনটি। ২০২০ সালে নেপালের বিপক্ষে সর্বনিম্ন ৮ রানে শেষ ৮ উইকেট হারায় যুক্তরাষ্ট্র। শ্রীলঙ্কা ১৯৮৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হারায় ১০ রানে শেষ ৮ উইকেট।১০ রানে শেষ ৮ উইকেট—ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচটির চেয়ে কম রানে শেষ ৮ উইকেট হারানোর উদাহরণ আছে মাত্র একটি। সে রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রের। ২০২০ সালে কীর্তিপুরে নেপালের বিপক্ষে ৮ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৫ রানে অলআউট হয় মার্কিনিরা। তাতে ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ডে জিম্বাবুয়ে সঙ্গী পেয়ে যায়।
আফগানিস্তানের মতো ১০ রান তুলতে শেষ ৮ উইকেট হারানোর 'কীর্তি' ছিল শ্রীলঙ্কারও। ১৯৮৬ সালে শারজায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৫/২ থেকে মুহূর্তেই ৫৫ রানে অলআউট লঙ্কানরা। সেদিন ৪.৩ ওভারে ১ রান দিয়েই ৫ উইকেট নেন ক্যারিবীয় ফাস্ট বোলার কোর্টনি ওয়ালশ। পাল্লেকেলেতে আজ শ্রীলঙ্কার ৩০৮ রানের সর্বোচ্চ ৯৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন চারিত আসালাঙ্কা। ৯ চার ও ২ ছক্কায় ৭৪ বলে এই রান করেন পাঁচে নামা আসালাঙ্কা।
এ ছাড়াও শ্রীলঙ্কার ইনিংসে ৫০ ছাড়িয়েছেন আরও তিনজন—মেন্ডিস (৬১), সাদিরা সামারবিক্রমা (৫২), জানিত লিয়ানাগে (৫০)। আগের ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি পাওয়া পাতুম নিশাঙ্কা আজ ফিরেছেন ১৮ রান করে।
সিরিজের শেষ ওয়ানডে বুধবার পাল্লেকেলেতেই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
শ্রীলঙ্কা: ৫০ ওভারে ৩০৮/৬ (আসালাঙ্কা ৯৭*, মেন্ডিস ৬১, সামারাবিক্রমা ৫২, লিয়ানাগে ৫০; ওমরজাই ৩/৫৬)।
আফগানিস্তান: ৩৩.৫ ওভারে ১৫৩ (রহমত ৬৩, ইব্রাহিম ৫৪; হাসারাঙ্গা ৪/২৭, আসিতা ২/২৩, মাদুশঙ্কা ২/২৮)।
ফল: শ্রীলঙ্কা ১৫৫ রানে জয়ী।
সিরিজ: ৩-ম্যাচ সিরিজে শ্রীলঙ্কা ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

টানা দ্বিতীয়বার এশিয়ার সেরা কাতার

আপনজন ডেস্ক: এক ফাইনালে একটি নয়, দুটি নয়, একদম তিনটি পেনাল্টি পেলো কাতার! তিনটিকেই গোলে পরিণত করলেন আকরাম আফিফ। এতে জর্ডানকে থামিয়ে এশিয়ান ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ধরে রাখলো কাতার। শনিবার দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান কাপে জর্ডানকে ৩-১ গোলে হারায় কাতার। আফিফ পেনাল্টি থেকে স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে জর্ডানকে সমতায় ফেরান ইয়াজান আল নিয়ামাত। পরে আফিফের আরও দুই পেনাল্টি গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে কাতার। এই জয়ে পঞ্চম দল হিসেবে এশিয়ান কাপে টানা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তি গড়ে কাতার। এশিয়ান কাটে এটি তাদের টানা দ্বিতীয় শিরোপা। এই কৃতিত্ব আছে শুধু জাপান, সৌদি আরব, ইরান ও দক্ষিণ কোরিয়ার। একমাত্র দেশ হিসেবে টানা তিনবার শিরোপা জয়ের রেকর্ড শুধু ইরানের।
এবারের এশিয়ান কাপের বড় চমক ছিল জর্ডান।
শুরু থেকে দারুণ পারফর্ম করা দলটি সেমিফাইনালে হারায় দুইবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে। তবে ফাইনালে সবচেয়ে বেশি শট, বেশি সময় বল দখল আর বেশি পাস খেলেও জর্ডান হেরেছে কাতারের আক্রমণাত্মক ফুটবলের কাছে। সপ্তম মিনিটে প্রথম আক্রমণটি শাণায় কাতার। আফিফের নেওয়া শট ফেরান জর্ডান গোলরক্ষক আবু ইয়াজিদ। ১৬তম মিনিটে ইয়াজান আল নিয়ামাতের দূরপাল্লার জোরাল শট জমা হয় কাতার গোলরক্ষক মেশাল বারশামের গ্লাভসে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**